পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর
সম-অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে

ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন ২০২১

স্মরণিকা

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

CAST RESIN TRANSFORMERS | CESI

Energypac exports
70 transformers
to Indian electrical giant,
adani | Electricity

Energypac Engineering

crafted with pride | www.energypac.com.bd

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির প্রকাশনা/স্মরণিকা উপকমিটি: যুগ্ম আহ্বায়ক—সারাবান তহুরা ও রেবা নার্গিস, সদস্য—খলিল মজিদ, গৌতম বসাক, আবু সাঈদ তুহিন। উপকমিটি কর্তৃক সুফিয়া কামাল ভবন, ১০/বি/১ সেগুনবাগিচা ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত ॥ প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২১ ॥ মুদ্রণ: ক্রিয়েটিভ কালার প্রিন্টার্স।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর সম-অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে

Ensure Equal Participation of Women in Family, Society and State

স্মরণিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন ২০২১

13th National Conference

৩০-৩১ ডিসেম্বর ২০২১ ॥ ১৫-১৬ পৌষ ১৪২৮

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
সুফিয়া কামাল ভবন, ১০/বি/১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০, ফোন +৮৮০ ২ ২২৩৩৫২৩৪৪
ফ্যাক্স +৮৮০ ২ ২২৩৩৮৩৫২৯; E-mail: info@mahilaparishad.org, Web: www.mahilaparishad.org

Bangladesh Mahila Parishad in Map

Bangladesh Mahila Parishad
Sufia Kamal Bhaban
10/B/1, Shegun Bagicha, Dhaka-1000, Phone +880 2 223352344
E-mail: info@mahilaparishad.org, Web: www.mahilaparishad.org

শুভেচ্ছা বাণী

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি

স্পীকার
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ত্রয়োদেশ জাতীয় সম্মেলনের প্রাক্কালে আমি দেশের নারী সমাজের প্রতি শুভেচ্ছা জানাই। মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর শুভক্ষণে এই সম্মেলন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই ক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। একই সাথে আমি সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। অভিবাদন জানাই সকল মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনাসহ ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ নির্বিশেষে এদেশের আপামর জনগণকে–যাদের জীবন এবং বহু ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের এই স্বাধীনতা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় বিগত সময়ে দেশের প্রভূত উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সেই অগ্রগতির ধারায় নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। আজ দেশের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রধান ভূমিকা পালন করছে তৈরি পোশাক শিল্পে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ নারী। আজকের বাংলাদেশ যেমন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে, তেমনি নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন সূচকেও এগিয়ে আছে। নারীর এই উন্নয়নের পেছনে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালার পাশাপাশি এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক উদ্যোগ আর এ দেশের নারী সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টাও ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জন্ম মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে। শতাব্দীর নারী আন্দোলন, জাতীয় স্বাধীনতা ও মানবাধিকার আন্দোলনের ধারায় গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারীর ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন তথা সমাজ এবং রাষ্ট্রে সমঅধিকার আর সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করে আসছে। করোনো অতিমারীতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দেশের নারীসমাজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই অতিমারীতে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট নিরসনে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই সংকট উত্তরণে সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদকেও তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলনের সকল আনুষ্ঠানিকতার সাফল্য কামনা করি।

শুভেচ্ছা বাণী

অধ্যাপক রেহমান সোবহান

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং
চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

আমি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এই কনফারেন্সে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো এবং অতিথি হিসেবে সম্মানিত করার জন্য। বিগত ৪০ বছর যাবৎ আমি বিভিন্ন কনফারেন্সে অতিথি হিসেবে সম্মানিত হয়েছি, যখন হেনা দাস সভাপতি ও মালেকা বেগম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, পরে আয়শা খানম সাধারণ সম্পাদক হলেন এবং পরে তিনি সভাপতি হলেন। এভাবে মহিলা পরিষদের সাথে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। আমি মহিলা পরিষদকে অভিনন্দন জানাই কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং মহিলা পরিষদের জন্ম একই সময়ে। প্রকৃতপক্ষে মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠা আরও এক বছর আগে।

আমি মহিলা পরিষদকে তিনটি বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করতে সুপারিশ করবো। প্রথমটি হলো–মহিলা পরিষদকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। শ্রমশক্তিতে নিয়োজিত নারী, বিশেষ করে তৈরি পোশাকশিল্পে নিয়োজিত নারী– যারা আমাদের অর্থনীতির মুল চালিকা শক্তি– তারা তাদের মালিকদের কাছে থেকে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার পায় না। নারী সংগঠনের অভিভাবক হিসেবে আপনাদের এই নারীকর্মীদের কাছে পৌঁছতে হবে। এই বিপুল সংখ্যক নারীকর্মী এবং আপনাদের সম্মিলিতভাবে তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে হবে।

দ্বিতীয়টি হলো– বিপুল সংখ্যক নারী অভিবাসী– যারা অনেকেই পাচারের শিকার, বিভিন্ন ধরনের নৃশংসতা ও সহিংসতার শিকার–তাদের কাছেও মহিলা পরিষদকে পৌঁছতে হবে। এই নারীদের নিরাপদে দেশে ফিরে আসা, তাদের নিরাপদ এবং যথাযথ অভিবাসন বিষয়ে আপনাদের মনোনিবেশ করতে হবে এবং তারা যখন দেশের বাইরে কাজ করবে সেখানে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বশীল হতে হবে।

তৃতীয়টি হলো–আপনাদের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন চালু করার বিষয়ে কাজ করতে হবে। মহিলা পরিষদের প্রয়াত সভাপতি প্রিয় আয়শা খানম, যিনি নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করেছিলেন, তিনি জাতীয় সংসদে নারী আসনের নির্বাচনের জন্য দীর্ঘদিন যাবত সংগ্রাম করেছিলেন। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি যে, মনোনয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত এই নারী সংসদ সদস্যদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকা না থাকায় তাঁরা অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতায়িত। প্রত্যেক নারীকেই সরাসরি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জাতীয় সংসদে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচনের বিষয়ে ভূমিকা পালন করতে হবে।

সমাপনী বক্তব্যে আমি বলতে চাই যে, মহিলা পরিষদ সকল নারীর কাছে পৌঁছতে সক্ষম হবে, বিশেষ করে কর্মজীবী, শ্রমজীবী নারী এবং পেশাজীবী নারীদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করবে। শুধুমাত্র কয়েকটি সভা সেমিনার নয়, প্রকৃতপক্ষেই সকলকে নিয়ে একটি দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যা দেশের গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করবে, আর এভাবেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

শুভেচ্ছা বাণী

ক্রিস্টিন জোহানসন

ডেপুটি হেড অব মিশন/হেড অব ডেভেলপমেন্ট
কোঅপারেশন সেকশন
সুইডেন দূতাবাস, বাংলাদেশ

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ড. ফওজিয়া মোসলেম, জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং সারা বাংলাদেশে মহিলা পরিষদের অংশগ্রহণকারীগণ, সবাইকে সালাম/নমস্কার। মহিলা পরিষদের ১৩তম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। বাংলাদেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে গৌরবময় যাত্রার ৫০ বছর পূর্ণ করায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদকে অভিনন্দন। এই বছরের শুরুর দিকে জাতীয় পরিষদ সভায় অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি খুশি হয়েছিলাম এজন্য যে জাতীয় পরিষদ সভায় ৩৫০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারীকে একত্রিত করা হয়েছিল।

সুশীলসমাজে নারী অধিকার সংগঠন হিসেবে মহিলা পরিষদের স্বীকৃতি এবং আপনারা কীভাবে সারাদেশে পৌঁছান সে সম্পর্কেও তখন আপনারা আলোচনা করেছিলেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলনের স্লোগানের আলোকে আমি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর সম-অংশগ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। একটি লিঙ্গ-সমতাভিত্তিক সমাজ থেকে আমরা কী আশা করি? লিঙ্গ-সমতাভিত্তিক সমাজে পুরুষ এবং নারী উভয়েই স্বেচ্ছায় সমস্ত ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে, সকল অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সুবিধা ভোগ করবে এবং সমান দায়িত্ব পালন করবে। একটি লিঙ্গ-সমতাভিত্তিক সমাজ নির্মিত হয় পুরুষ এবং নারীদের সম-অংশীদারিত্বে, যা প্রতিটি ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং যোগ্যতাকে কাজে লাগায়। দক্ষিণ এশিয়ায় লিঙ্গব্যবধানের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বোচ্চ এবং ১৪৪টি দেশের মধ্যে ৪৭তম হলেও নারী অধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। এরকম পরিস্থিতিতে এটি অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক যে, মহিলা পরিষদের মতো নারী সংগঠনগুলি নিজেরা সংগঠিত হচ্ছে এবং নিশ্চিত করতে পারছে যে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে নারীদের অধিকার, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারীর প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যসুবিধা প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ, পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সরকারি নীতিমালার মূলধারায় জেন্ডার সম্পৃক্তকরণের দাবিতে নারীরা জোর আওয়াজ তুলছেন। এইক্ষেত্রে যদিও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য-পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। মহামারীর কারণে বাংলাদেশে নারীর অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন কিছু বিষয় আপনারা চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অভাব, গার্হস্থ্য কাজের অসম বোঝা, মহামারী মোকাবেলায় সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতার অভাব।

সুইডেনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে বিশ্বে একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বর হওয়ার এবং সমতার জন্য লড়াই করার। ২০১৪ সাল থেকে আমার দেশে একটি স্পষ্টভাষী নারীবাদী পররাষ্ট্রনীতি রয়েছে যেখানে লিঙ্গসমতাকে সুইডেনের শান্তি, নিরাপত্তা এবং টেকসই উন্নয়নের বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে। এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে সুইডেন এবং বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ৫০ বছর পূর্তি হবে আগামী বছর। আমরা মানবাধিকার ও গণতন্ত্রকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতিতে অবিচল রয়েছি। সরকার, সুশীলসমাজ, আমাদের অংশীদার এবং জাতিসংঘের লক্ষ্য হলো প্রথমত মানবাধিকারের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মানবাধিকার সুরক্ষা ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রচার, জাতীয় নীতিমালা এবং আইনে মানবাধিকারের প্রতিফলন এবং নাগরিক সমাজের সংগঠনকে সহযোগিতা করা। কারণ, এসব সংগঠন একদিকে প্রচলিত সামাজিক প্রথা পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে, আবার আরেকদিকে আইন সংস্কার, আইনের কার্যকর প্রয়োগ এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অ্যাডভোকেসি করে।

বিদ্যমান নিয়ম ও প্রতিবন্ধকতাগুলোকে আমাদের চ্যালেঞ্জ করতে হবে যা সমাজে নারী ও কন্যাদের পূর্ণ সম্ভাবনা ও সমান মর্যাদায় পৌঁছানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘ সাংগঠনিক দক্ষতা এবং সারা বাংলাদেশে সদস্যদের একটি বিশাল নেটওয়ার্ক নিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। তৃণমূল থেকে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের প্রচেষ্টাকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসাবে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আপনাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমি সর্বোত্তম শুভ কামনা করি। আমাদের লক্ষ্য একই। আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য সুইডেনের পক্ষ থেকে আমাদের অব্যাহত সমর্থনের আশ্বাস দিতে চাই। ধন্যবাদ।

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)।

শুভেচ্ছা বাণী

ডা. ফওজিয়া মোসলেম
সভাপতি
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

সূর্যসেন, প্রীতিলতা, তিতুমীর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উত্তরাধিকার বীর বাঙ্গালী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে। প্রিয় মাতৃভূমির মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির অগ্নিগর্ভ সময়ে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। সময়ের আবর্তনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫০ বছরের পথ চলা অতিক্রান্ত হয়েছে। পদার্পণ করেছে একান্ন বর্ষে। সংগঠনের ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে একান্নর যাত্রারম্ভে।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারীসমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করে নারী আন্দোলন গড়ে তোলা ও লিঙ্গ বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। নারী সমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করা, লিঙ্গ বৈষম্যের কারণ ও অভিঘাত নির্ণয়, বৈষম্য দূরীকরণে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনার ভিত্তিতে প্রচারমূলক আন্দোলন, নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, সহিংসতার শিকার নারীর আইনগত সহায়তার ব্যবস্থা করা ও জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা ও নারীর সম-অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, আইন, প্রথা পরিবর্তন করে নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে সংগঠন বিগত ৫০ বছর বহুমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অর্জিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন হলো। শহীদের রক্ত ও মা-বোনের আত্মত্যাগের মহিমায় সঞ্জীবিত আমাদের দেশ, আমাদের স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি সম্মান জানাতে এ দেশের মানুষ এগিয়ে গেছে বীরদর্পে। হাজারো প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে বাংলাদেশের মানুষ দেশকে শক্তিশালী করেছে। নতুন চেতনায়, ভাবনায়, সফলতায় দেশকে শক্তিশালী করেছে। সমাজের এই অগ্রগতিতে নারীও আজ অতীতের মতোই সমভাবে অগ্রগামী। নানা বাধা-বিপত্তি, সংকট, প্রতিকূলতার মধ্যেও নারী সমাজে তার অংশগ্রহণ দৃশ্যমান করে তুলছে ক্রমান্বয়ে। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রতিটি নারীর জীবনের লড়াইয়ে সংগ্রামে সাথী হওয়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ।

নানা প্রতিকূলতা জয় করে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন। করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে একেবারে প্রাণখোলা হয়ে সম্মেলন করা সম্ভব হচ্ছে না বলে প্রতিনিধি সংখ্যা সীমিত করতে হয়েছে। তবে সাংগঠনিক, রাজনৈতিক আলোচনার জন্য গঠনতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা যথাযথ অনুসরণ করা হবে।

আলোচনায়, আন্দোলনে, সংগ্রামে মানুষের অংশ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মহিলা পরিষদের কর্মীরা হয়েছে সমাজের ভরসার স্থল। বাংলাদেশের ৫৯টি জেলায় মহিলা পরিষদের কর্মী-নেত্রীবৃন্দ অর্জন করেছেন সম্মানের আসন। বিভিন্ন জেলায় 'জয়িতা' পুরস্কারে অভিষিক্ত হয়েছেন আমাদের সহকর্মীরা। সংগঠনের জন্য অর্জন করেছেন গৌরব। তাদের জানাই অভিনন্দন।

প্রতিকূল এই পরিবেশে, এই সম্মেলন অনুষ্ঠানে সংগঠক, কর্মী, কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় আমরা সম্মেলন করতে চলেছি। এই সম্মেলনে আমাদের যে সকল কর্মী ও কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালন করছেন তাদের অভিনন্দন জানাই। সম্মেলন ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ– অর্থ সংশ্লেষ। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীর সহায়তায় দীর্ঘ অভিযাত্রা এবারের ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলনে যে সকল প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি সহায়তার হাত প্রসারিত করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

উন্নয়নশীল দেশ থেকে মধ্য আয়ের দেশের দিকে বাংলাদেশের যাত্রার গর্বিত অংশীদার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এদেশের জনগণ। এই উন্নয়নে নারীর যেমন অংশগ্রহণ আছে তেমনি প্রয়োজনীয় নিশ্চিত অংশীদারিত্ব। নারীর মানবিক মর্যাদা, অংশীদারিত্ব আদায়ের লক্ষ্যে নারী আন্দোলন গড়ে তোলার দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করবে মহিলা পরিষদের এই ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন। কাউকে পেছনে ফেলে নয়, সকলকে সাথে নিয়ে রচিত করবো নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথরেখা–এই হোক প্রত্যয়।

সফল হোক ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন, জয় হোক বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের, প্রতিষ্ঠিত হোক নারী অধিকার মানবাধিকার।

সমতাপূর্ণ সমাজ গঠনের আন্দোলনে চাই সবার অংশগ্রহণ

মালেকা বানু
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

কোভিড-১৯ সংক্রমনে পুনঃপুন আক্রান্ত বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও সুযোগ পেলেই ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। এদেশের অদম্য নারী-পুরুষ বেঁচে থাকার লড়াইয়ের পাশাপাশি চেষ্টা করছে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে। অধিকার আদায়ের আন্দোলনও চলছে। বাংলাদেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী স্বেচ্ছাসেবী নারী আন্দোলন সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তার পঞ্চাশ বছরের পথপরিক্রমা শেষে ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছে। যখন বাংলাদেশও তার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আর স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম অবিচ্ছিন্ন। '৭০ এর মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল প্রস্তুতিপর্বে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জন্ম এই উপমহাদেশের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের এবং ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসনামলের সকল রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংস্কারমূলক আন্দোলনের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে ধারণ করে। বিশিষ্ট নারীবাদী চিন্তক, দার্শনিক, লেখক রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের যোগ্য উত্তরসূরী মানবতাবাদী কবি বেগম সুফিয়া কামালের সঙ্গে এই সকল আন্দোলনের সংগ্রামী, ত্যাগী নেত্রীদের সঙ্গে আত্মপরিচয় আর আত্মমর্যাদার জন্য লড়াকু ছাত্রীনেতৃত্বের সমন্বয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ গঠিত হয়। এই সংগঠনের বৈশিষ্ট্য হলো সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমে পরিচালিত এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল নারীর অধিকারভিত্তিক কার্যক্রম যা কিনা তাকে শুধুমাত্র সমাজসেবামূলক সংগঠন বা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিত্তিক সংগঠন থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ গত পাঁচ দশকের বেশি সময়ব্যাপী নারীমুক্তির লক্ষ্যে তার যাত্রা শুরু করে নারীর অধিকার, মানবিক মর্যাদা, সমতাপূর্ণ সমাজের জন্য তার লড়াই অব্যাহত রেখেছে। দেশব্যাপী ৫৯টি জেলা শাখা ও ২ হাজার ৩৩৪টি তৃণমূল শাখায় বিস্তৃত এই সংগঠন সমতাপূর্ণ সমাজের জন্য এদেশের নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের মুখপাত্র হিসাবে সুপরিচিত। এই সংগঠন এবং সংগঠন পরিচালিত 'রোকেয়া সদন' সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যাদের জন্য একটি সাময়িক জরুরি নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়শীল দেশ হিসেবে উত্তোরণ ঘটতে চলেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বৈশ্বিক মহলে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে ২০.৫% এ দাঁড়িয়েছে। গড় আয়ু এখন ৭৪.৫ বছর। বৈশ্বিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশের এই অগ্রগতির পেছনে আছে নারীর বহুমুখী ক্ষমতায়নের চিত্র। তৈরি পোশাকশিল্পে কর্মরত ৮০% নারী শ্রমিকদের অবদানে দেশের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ প্রায় ৩৮.৪%। নারী শ্রমিকের সংখ্যা ১ কোটি ৮৭ লক্ষ–যারা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও নারীরা এগিয়ে এসেছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী শিশুর তালিকাভূক্তির হার ৫১%। রাষ্ট্র পরিচালনা, সংসদ, স্থানীয় সরকার ও রাজনৈতিক দলে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। ক্রীড়াঙ্গন, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও নারীরা নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করছে। দুর্যোগ মোকাবেলা থেকে শুরু করে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ সবক্ষেত্রে নারী আজ দৃশ্যমান।

বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নারীর এই অর্জন নিঃসন্দেহে দেশের নারী আন্দোলনেরও অর্জন। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত '৭২ এর বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষসহ সকল নাগরিকের সমমর্যাদা ও সমঅধিকারের কথা উল্লেখ আছে। বাংলাদেশ

সমতার বিভিন্ন বৈশ্বিক নীতি বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই ৫০ বৎসরে নানাবিধ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সঙ্গে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের ধারাবাহিক সংগ্রামের ফসল এই অর্জন।

কিন্তু আমরা জানি, এই অগ্রগতি সত্ত্বেও এদেশের নারীসমাজ এখন পর্যন্ত সকলক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। অধস্তন বৈষম্যমূলক অবস্থান থেকে বের করে এনে নারীর জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, নারীর পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, নারীর জন্য বিনিয়োগ, সম্পদ-সম্পত্তিতে সমান অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান সকল ক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও অধিকার নিশ্চিত করা, মানবাধিকার, অসাম্প্রদায়িক, সমতার চেতনাসম্পন্ন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং সকল ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কাজ করছে।

নারী-পুরুষের সমতা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী আন্দোলনের যে লড়াই তার অন্যতম উদ্বেগের জায়গা এখন পর্যন্ত অব্যাহত মাত্রায় নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নানাবিধ সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও ৮০% নারী সহিংসতার শিকার-যা কিনা নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান ভারসাম্যহীন ক্ষমতার সম্পর্কের কাঠামো ও বৈষম্যের নিষ্ঠুর বহিঃপ্রকাশ। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা মানবাধিকার লঙ্ঘন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আশির দশক থেকে নারীর মানবাধিকার ও নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় নারীর প্রতি সহিংসতাকে অন্যতম অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধে বহুমুখী কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলন, সহিংসতা বন্ধের সংস্কৃতিকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে জনমত গঠন, অভিযোগ গ্রহণ থেকে শুরু করে মেডিয়েশান কাউন্সিলিং, বিনা খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান ও প্রয়োজনে মামলা পরিচালনার মাধ্যমে দেশব্যাপী সহিংসতার শিকার নারীকে দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করে চলেছে। পাশাপাশি, আইন সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে নারীর স্বার্থে সকল আইনসমূহ সংস্কার ও নতুন আইন প্রণয়নে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভূমিকা রেখে চলেছে। 'রোকেয়া সদন'-এ সাময়িক নিরাপদ আশ্রয় প্রদান ও স্বাস্থ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

নারীর প্রতি বিদ্যমান বৈষম্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ না থাকা। পরিবার তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করে। এমনকি ব্যক্তি নারী নিজের ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। তার উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও, অর্জিত সম্পদে নারীর নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। রাজনৈতিক অঙ্গনেও নারীর প্রতিনিধিত্ব অপ্রতুল, অথচ রাজনীতি নারী-পুরুষ সকলের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। তাই দেখা যাচ্ছে, সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হচ্ছে না। উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে সম্পদ-সম্পত্তিতে নারীরা বঞ্চিত ও উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। নারীর সমঅংশীদারিত্ব ব্যাহত হচ্ছে। সংবিধানে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের নিশ্চয়তা থাকলেও কার্যত বৈষম্যমূলক আইন ও নানাবিধ প্রথা ও চর্চার কারণে নারী সকল ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। জেন্ডার সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গী, গণতান্ত্রিক পরিবেশ, সমঅধিকার, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন সমতাপূর্ণ সমাজ, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অন্যতম শর্ত– যা সকল পর্যায়ের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। যার জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের দেশব্যাপী লক্ষাধিক স্বেচ্ছাসেবী কর্মী-সংগঠকরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সংগঠনের এই বিপুল কর্মযজ্ঞে সহায়তা করে চলেছেন এদেশের বিদগ্ধ নাগরিক সমাজ, শুভানুধ্যায়ী, নারী অধিকারে বিশ্বাসী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ। সকলের অব্যাহত সহায়তায় আগামী দিনের নারী আন্দোলন অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে লক্ষাভিমুখে অগ্রসর হবে–ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলনে এই প্রত্যাশা।

২০৩০ সালের মধ্যে ৫০:৫০ সমতাপূর্ণ বৈশ্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা 'স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য' (SDG) গ্রহণ করা হয়েছে। নারী-পুরুষের সমতা জাতীয় বৈশ্বিক টেকশই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এটা শুধু নারী আন্দোলনের দাবি বা কর্মসূচি নয়, যা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং বাস্তবায়নে সক্রিয় সহায়ক ভূমিকা রাখতে হবে।

সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সমতাপূর্ণ বাসযোগ্য পৃথিবী আমরা গড়ে তুলতে পারবো।

নারীর মানবাধিকার ও জেন্ডার সমতা

সীমা মোসলেম

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

'আমরা সমাজের অর্ধাঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কি রূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্য তাহা। যেহেতু পুরুষ সমাজের পুত্র, আমরা সমাজের কন্যা'– রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের এই উক্তি নারী আন্দোলনের মর্মকথা। দীর্ঘদিনের প্রচলিত ধারণা, বিধি, প্রথা, আচার, নারী ও পুরুষকে সামাজিকভাবে ভিন্নভাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করে। একটি শিশু জন্মের পর সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে মানুষ হিসাবে বিবেচিত না হয়ে নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে গড়ে ওঠে। যেমনটি সিমন দ্য বেভোয়ার বলেছেন, 'কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, বরং ক্রমশ নারী হয়ে ওঠে।' সামাজিকভাবে তৈরি নারী-পুরুষের এই বিভাজন ও অসমতাই জেন্ডার ধারণা। আর নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিকভাবে সৃষ্ট বিভাজন দূর করার সংগ্রামই হচ্ছে নারী আন্দোলন। 'নারীর অধিকার মানবাধিকার' নারী আন্দোলনের সারকথা।

জেন্ডার সমতা নারীকে দেখার একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। বস্তুত জেন্ডার অসমতা বা লৈঙ্গিক বৈষম্য তৈরি করে সমাজে কার্যরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। তার অন্যতম হচ্ছে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, আইন, বিচার ব্যবস্থা, সরকারি নীতিসহ নানা ধরণের আচার বিধি।

জেন্ডার ধারণা যেমন নারী-পুরুষের ভিন্ন প্রতিকৃতি তৈরি করে, একইভাবে এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল করে তোলে যে সমাজে নারী-পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন কাজ করবে এবং তাদের সামাজিক দায়িত্বেও পার্থক্য রয়েছে। এক কথায় বলা যায়, এই কাজ বা দায়িত্ব সমাজ তাদের জন্য নির্ধারণ করে দেয়। এইভাবে জেন্ডার শ্রম বিভাজন বা শ্রম বিভাগ কিছু কাজকে 'নারীর কাজ, কিছু কাজকে 'পুরুষের কাজ' বলে চিহ্নিত করে। সংস্কৃতিভেদে, দেশভেদে এর ভিন্নতা রয়েছে, তবে আদর্শগতভাবে তা এক। জেন্ডার শ্রম বিভাজন এমন ধারণা তৈরি করে যেখানে মনে করা হয় পুরুষের জন্য রয়েছে বাইরের আয়-উপার্জনমূলক কাজ, এগুলো গুরুত্বপূর্ণ, মূল্যবান ও সম্মানজনক। অন্যদিকে, নারীর কাজ গৃহকর্ম-যা গুরুত্বহীন ও মূলাহীন। এই জেন্ডার শ্রম বিভাজন সমাজে নারীকে অধঃস্তন করে রাখে, যা সমতা বা সমান সুযোগ প্রাপ্তি থেকে নারীকে বঞ্চিত করে। জেন্ডার শ্রম বিভাজনে মনে করা হয়, নারীর পুনঃ উৎপাদনমূলক ভূমিকাই মুখ্য ও একমাত্র কাজ। সন্তান ধারণ ও জন্মদান প্রক্রিয়াটি প্রাকৃতিক কারণেই নারীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং এই কাজের মধ্য দিয়ে নারী যে সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে তাকে গুরুত্ব না দিয়ে এটিকে কর্মক্ষেত্রে নারীর একটি দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এর বাইরে পুনঃ উৎপাদনমূলক অন্যান্য দায়িত্বগুলি (গৃহ অভ্যন্তরের কাজ, সেবামূলক কাজ) যাকে মনে করা হয় কেবল নারীর জন্য পালনীয়। নারীর গৃহস্থালি ও সেবামূলক কাজ এখনও স্বীকৃতিহীন ও হিসাবহীন। একটি গবেষণায় দেখা যায়, পুরুষের কাজের ৯৮ শতাংশ যখন জি-ডিপিতে যোগ হচ্ছে সেখানে নারীর কাজের মাত্র ৪৭ শতাংশ জিডিপিতে যোগ হচ্ছে। পুনঃ উৎপাদনমূলক ভূমিকাকে নারীর একক কাজ মনে করার কারণে উৎপাদনমূলক ভূমিকা (productive role) ও সামাজিক ভূমিকা (community role) থেকে নারী বঞ্চিত হয়। সৃজনশীল কাজ থেকে শুরু করে সকল ধরণের অর্থনৈতিক, সামাজিক কার্যক্রমে নারী অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়-যা অধিকার, মর্যাদা, ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পছন্দের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে। ফলে নারীর জীবনের সার্বিক বিকাশ ঘটে না। নারী-পুরুষের এই বৈষম্য এবং নারীর অধিকারহীনতা যা কোনো স্বাভাবিক বিষয় নয়, এটা নারীর উপরে চাপিয়ে দেওয়া অধঃস্তনতা।

এমন বৈষম্য ও অধিকারহীনতা সত্ত্বেও আজকের বাস্তবতায় দেখা যায় সমাজ ও রাষ্ট্রের এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যেখানে নারী সক্রিয়ভাবে দৃশ্যমান নয়, যেখানে নারীর অংশগ্রহণ নেই। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পেছনে নারীর রয়েছে সক্রিয় অবদান। সমাজের জেন্ডার বৈষম্যপূর্ণ মানস অতিক্রম করে নানা চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে নারীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু জেন্ডার সমতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে রাষ্ট্র ও সমাজ নারীর পাশে সহায়ক শক্তি হিসাবে দাঁড়াচ্ছে না।

একই কারণে জাতীয় উন্নয়নে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ উন্নয়নের মূলধারায় নারীর অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করছে না। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী অংশগ্রহণের বাস্তবায়নে আমরা এখনো অনেক পেছনে। নারীর ও কন্যার প্রতি সহিংসতা সমাজের অগ্রগতির প্রধান বাধা হয়ে আছে। নারীর ব্যক্তি অধিকারের মূল ক্ষেত্র বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, সন্তানের অভিভাবকত্ব বৈষম্যপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। ব্যক্তি অধিকারের স্বীকৃতি মানবাধিকারের প্রধান মানদণ্ড। জেন্ডার বৈষম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে সেখানে নারীকে বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে। ব্যক্তি জীবনের অধিকারহীনতা নারীকে ক্ষমতার কাঠামোয় অধঃস্তন করে রাখছে।

সিডও সনদে ঘোষিত নারীর ব্যক্তি অধিকারের ২নং ও ১৬.১ (গ) ধারা এখনো সংরক্ষিত। সিডও সনদের ২নং ধারাকে বলা হয় সিডও সনদের প্রাণ, সেখানে বলা হয়েছে, প্রতিটি দেশের সংবিধান ও জাতীয় আইনগুলোয় নারী-পুরুষের সমতার নীতিমালা সংযুক্ত করতে হবে। প্রচলিত যেসব আইন, বিধি, প্রথা নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে সেগুলো পরিবর্তন বা বাতিল করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। দেখা যাচ্ছে জাতিসংঘ গৃহীত নারীর মানবাধিকার সনদ সিডওতে সমাজে প্রচলিত জেন্ডার বৈষম্যপূর্ণ পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করে আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। অথচ এই ধারা দুটি আমাদের দেশে এখনো সংরক্ষিত রয়েছে। সিডও কমিটির সমাপনী মন্তব্যে এই সংরক্ষণ প্রত্যাহার বিষয়ে সমাজ প্রস্তুত নয় বলে বাংলাদেশ মন্তব্য করেছে। এখানেই গুরুত্ব পায় জেন্ডার সমতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন।

আজকে মানব উন্নয়ন পরিমাপে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ অপরিহার্য। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির জন্য নারী উন্নয়ন কেবল নারীর বিষয় নয়, এটি সামগ্রিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের অপরিহার্য মানদণ্ড। জাতিসংঘসহ নানা বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান আজ বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত সূচকে জেন্ডার সূচক অন্তর্ভূক্ত করেছে। অর্থাৎ কেবল প্রবৃদ্ধি কতটুকু অর্জিত হলো বা জনগণের সেবা প্রাপ্তির পরিধি কতটুকু প্রসারিত হলো, সাক্ষরতার হার কতটা বৃদ্ধি পেলো, গড় আয়ু কত ইত্যাদি সূচক দিয়ে একটি দেশের অপ্রগতি বা উন্নয়ন বিবেচিত হচ্ছে না, সে দেশে নারীর অবস্থানের উন্নয়ন কতটা ঘটেছে তাও পরিমাপের অন্যতম সূচক। এই লক্ষ্যে ১৯৯৫ সাল থেকে নারী সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিমাণের লক্ষ্যে জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে জেন্ডার উন্নয়ন সম্পর্কিত সূচক যুক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো 'জেন্ডার উন্নয়ন সূচক' (Gender Development Index GDI) এবং জেন্ডার ক্ষমতায়ন পরিমাপ (Gender Empowerment Measure-GEM)। এই সূচকগুলি প্রতিটি দেশের নারী-পুরুষের সমতা, নারী অধিকার ও ক্ষমতায়ন কতটা অর্জিত হলো এবং জেন্ডার বৈষম্য কতটা দূর হলো তা নিরীক্ষণে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্য দিয়ে দেশটির উন্নয়ন পরিমাপ করা হয়।

উন্নয়ন ধারণার ক্রমান্বয়ে এসেছে উন্নয়নে নারী (WID), এবং নারী ও উন্নয়ন (Women and Development)। ৮০'র দশকে উন্নয়নে নারী, নারী এবং উন্নয়ন নীতিমালার সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে জেন্ডার এবং উন্নয়ন (GAD) তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। এই তত্ত্বটি কেবল নারীর উপর নয়, জীবনের সকলক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব প্রদান করে ইতোপূর্বে আলোচনায় আমরা দেখেছি জেন্ডার অসমতা সামজিকভাবে তৈরি নারী-পুরষের মধ্যকার সম্পর্ক, যা নারীর প্রতি অধঃস্তন পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করে। আজকে বৈশ্বিক ও জাতীয়ভাবে নারীর অবস্থা ও অবস্থান বিশ্লেষণের সকল ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নারী উন্নয়ন অগ্রগতি তথা নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা, নারী হওয়ার কারণে তাকে যে সব সহিংসতার শিকার হতে হচ্ছে। ১৯৯৩ সালে ভিয়েনা মানবাধিকার সম্মেলনে ঘোষিত হয় 'নারীর অধিকার মানবাধিকার, নারী নির্যাতন মানবাধিকার লঙ্ঘন।' এটি এখন আরও বেশি তাৎপর্য অর্জন করেছে।

নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী। রাষ্ট্রীয় যে কোন নীতি, পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে জেন্ডার বিশ্লেষণ করা এবং নারী পুরুষের সমতার বিষয়টি কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা দরকার। রাষ্ট্রীয় নীতি, আইন-বিচার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যবিষয়ে পাঠ্যক্রম, গণমাধ্যম এবং পরিবারের অভ্যন্তরে জেন্ডার সমতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে যুক্ত করার লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, উন্নয়নে নারীর সক্রিয় অংগ্রহণ বাস্তবায়নে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ, জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ বিশেষ জরুরি। জেন্ডার মূলধারাকরণ (Gender mainstreaming) প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়, জেন্ডার উন্নয়ন সূচকের (GDI) অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব।

এটা আজ আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জেন্ডার সমতাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গীতে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করলে সমতার জন্য করণীয় সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। আজকের নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন উন্নয়ন এজেন্ডা নয়, জেন্ডার সমতার এজেন্ডা। তাই নারীর অধিকার বাস্তবায়নে চাই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন।

সমতাপূর্ণ পৃথিবী গড়তে হলে হাঁটতে হবে অনেক দূর

অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম
সহসাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারীর মানাবধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অসম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের গভীর প্রত্যয় নিয়ে শুরু করে অবিরাম পথ চলা। পঞ্চাশ বছরের এই পথচলার মূল্যায়নের জন্য এবারের ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর ২০২১।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ শুরু থেকেই নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সামগ্রিক কর্মসূচি হাতে নিয়ে কাজ করে চলেছে। আজকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সেই ধারণার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই জাতীয় এবং বৈশ্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার এজেন্ডায়, যা কিনা দীর্ঘ জাতীয় বৈশ্বিক নারী আন্দোলনের ফল। এই পাঁচ দশকের পথ চলায় সংগঠনের কর্মকৌশল ঠিক করতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক সকল পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে হয়েছে বৈশ্বিক নারী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এই সকল অনুসঙ্গ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

'জন্মসূত্রে সকল মানুষ স্বাধীন এবং সমঅধিকার ও সমমর্যাদা লাভের অধিকারী' সার্বজনীন মানবাধিকারের এই দর্শনকে ধারণ করে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এই সংগঠন নারীসমাজকে অধিকার সচেতন ও সংগঠিত করে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে চলেছে। পরিবার, ব্যক্তি চেতনায় দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করে নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ মানবিক, সংস্কৃতি নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

'নারীর অধিকার মানবাধিকার, নারী নির্যাতন মানবাধিকার লঙ্ঘন'–এই গভীর বিশ্বাস ধারণ করে এই সংগঠন নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই করে চলেছে। কিন্তু পঞ্চাশ বছরের এই লড়াইয়ের ফলে কিছু কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন হলেও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা আজও সম্ভব হয়নি।

বাংলদেশ মহিলা পরিষদ ১৯৮০ এর দশক থেকে হলিষ্টিক অ্যাপ্রোচ থেকে নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধের কাজ করে আসছে। এই কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে লক্ষ্য করছি, নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে–নারী ও কন্যার প্রতি সহিংস ও নিষ্ঠুর আচরণ। এ থেকে নারী ও কন্যাদের মুক্ত করে সমাজ, রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন ও দেশের উন্নয়নের ধারায় ব্যাপকভাবে নারী ও কন্যা সমাজকে যুক্ত করে এই আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে।

একবিংশ শতাব্দীতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ পূর্বের তুলনায় দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীকে সমঅংশীদারিত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে সীমাহীন কার্পণ্য বিরাজ করছে। আজকের বাংলাদেশে নারীর অর্জন অনেক–যা নারীর যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রাপ্তি। নারীর অর্জনের এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রকে অগ্রসর করার পথ অনুসন্ধান করা বর্তমান সময়ে নারী আন্দোলনের অন্যতম দায়িত্ব। তাই ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলনের স্লোগান 'পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।' এটা বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের সকলকে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে গড়ে তুলতে হবে 'নারী ও কন্যা নির্যাতনমুক্ত অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক যুক্তিবাদী মানবিক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র।' আসুন আমরা এই প্রত্যয় নিয়ে যে যার অবস্থান থেকে নারী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করি।

উম্মে সালমা বেগম

উম্মে সালমা বেগম
রীনা আহমেদ

যুগ্ম আহ্বায়ক
ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি

রীনা আহমেদ

ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলনে নারীর সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে

১৯৭০ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের ঠিক প্রস্তুতি পর্বে একটি সমতাভিত্তিক, গণতান্ত্রিক, মানবিক, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জন্ম। এই পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের অর্জন একেবারেই কম নয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ। ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল দেশের অগ্রণী, জাতীয়ভিত্তিক, স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ যাত্রা শুরু করে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি ২০২০ সালের ৪ এপ্রিল সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সংগঠন নারী সমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে যাচ্ছে। সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবারে ব্যক্তি চেতনায় দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে মানবিক সংস্কৃতি নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। সংগঠনের রয়েছে প্রায় দেড় লক্ষাধিক স্বেচ্ছাসেবী কর্মীবাহিনী। নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনসহ এ দেশের সকল প্রগতিশীল আন্দোলনেও এই সংগঠন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

'পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে'–এই স্লোগান নিয়ে আগামী ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমরা অবহিত আছি যে, কোভিড-১৯ এর মহামারীর কবলে পড়ে আমাদের দেশ তথা সারা বিশ্ব আজ দিশেহারা। এ সময়ে আমরা পরিবারের আপনজনসহ সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ ও জাতীয় বরেণ্য ব্যক্তিদের হারিয়েছি। আজ ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন যখন শুরু হতে যাচ্ছে তখন সারা পৃথিবী মহামারী কোভিড-১৯ এ বিধ্বস্ত। বাংলাদেশও সেই মহামারীর অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। শোক ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সংগঠনের সভাপতি নারী আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা আয়শা খানম, রাখী দাশ পুরকায়স্থ, বুলা ওসমান, দিল মনোয়ারা মনু, নূরুল ওয়ারা বেগম, রাশিদা আক্তারসহ সংগঠনের অনেক সহযোদ্ধাদের। তাঁদের অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। তাঁদের কর্মময় জীবন সংগঠনের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতার ৫০ বছর উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে তখন আমাদের এই সংগঠন তার ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছে। এই সময়কালে নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের নানা ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে নারীর ভূমিকা স্বল্প মাত্রায় দৃশ্যমান হয়েছে। কিন্তু নারীর মানবিক মর্যাদা আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, সমতাভিত্তিক ন্যায়বিচার সম্পন্ন মানবিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ দেশের আপামর মানুষের জন্য কাজ করে আসছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দীর্ঘ ৫১ বছর যাবত।

তরুণ প্রজন্মসহ সুবিধাবঞ্চিত, দলিত নারী, তৃতীয় লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী নারী, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারীকে সম্পৃক্ত করে সমতার সংগ্রামে সবাই মিলে একসাথে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার হোক ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলনের অঙ্গীকার।

নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

সারাবান তহুরা
প্রকাশনা সম্পাদক
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আদর্শ সামনে রেখে মহিলা পরিষদের জন্ম। গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন, সমতাপূর্ণ সমাজ গঠনের প্রত্যয় নিয়ে এর পাঁচ দশকের গৌরবময় পথচলা। দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করে সামনে এগিয়ে চলতে চলতে আজ দেড় লক্ষাধিক সদস্য, পাঁচ হাজার কর্মী, ৫৯টি জেলা কমিটির আওতায় তৃণমূল কমিটি ২ হাজার ২৩৪টি।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শাখা-প্রশাখায় পত্রে-পুষ্পে বিস্তৃত এ সংগঠনটির জন্ম ১৯৭০ এর ৪ এপ্রিল। পূর্ব পাকিস্তানের সকল স্তরের গণমানুষের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় নারী অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে গঠিত হলো প্রগতিশীল গণনারী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অধস্তন অবস্থার পরিবর্তন করে তার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একদিকে নারীসমাজকে সংগঠিত করা, অপরদিকে সমাজ বদলের এ দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের সকল স্তরে সঞ্চারিত করা, সরকার, সুশীলসমাজ থেকে শুরু করে সমাজের সকল স্তরে নারীমুক্তির বারতা পোঁছে দেওয়ার ব্রত নিয়ে সংগঠনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তাবায়নের মাধ্যমে গৌরবময় অর্জন অনেক।

একাত্তরে দেশে আধা সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান ছিল প্রান্তিক। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, প্রশাসন, রাজনীতি সকল ক্ষেত্রেই নারীর অবস্থান বৈষম্যমূলক। ব্যক্তি স্বাধীনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং মর্যাদার দিক থেকেও নারীর অবস্থান ছিল নাজুক। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর অংশগ্রহণ ছিল বহুমাত্রিক। সদ্য স্বাধীন দেশে দ্রুততম সময়ে প্রাপ্ত ৭২ এর সংবিধানে সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নারীসমাজের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে অনেক বড় প্রাপ্তি। সূচনা পর্ব থেকেই মহিলা পরিষদ নারী-পুরুষের সমতা ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সামগ্রিক কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। তার প্রতিফলন আজকে সংগঠনের জাতীয় ও বৈশ্বিকভাবে নারীর উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, প্রাকৃতিক– সকল পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে সংগঠনকে অগ্রসর হতে হয়েছে। যুক্ত থাকতে হয়েছে বৈশ্বিক নারী আন্দোলনের সঙ্গেও। কেননা নারীর অধিকার আন্দোলনে এইসব অনুষঙ্গ অবিচ্ছেদ্য।

১৯৭৫ সালে 'নারী বর্ষ' এবং ১৯৭৬–৮৫ পর্যন্ত 'নারী দশক' জাতিসংঘের উদ্যোগে দেশে দেশে পালিত হয়েছে। সিডও সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে মহিলা পরিষদ তার অংশীদার। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সিডও'র পূর্ণ অনুমোদন ও বাস্তবায়নে সংগঠন সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছে। বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনার অন্যতম ফোকাস হলো– সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান সংহতকরণ। নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মহিলা পরিষদের রয়েছে অব্যাহত সংগ্রাম।

দেশের সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিতকরণে দীর্ঘ পাঁচ দশক যাবৎ সংগঠন অভিন্ন পারিবারিক আইনের খসড়া প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন চালিয়ে আসছে। এ প্রস্তাবনা সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, আইন কমিশনের কাছে উপস্থাপন করেছে। ১৯৮৯ সাল থেকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে অ্যাডভোকেসি ও লবি করে যাচ্ছে। দেশের নারী আন্দোলন, মানবাধিকার আন্দোলন ও উন্নয়ন সংগঠন এই প্রস্তাবনা সমর্থন করেছে এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীসংঘের সিডও কমিটি এবং মানবাধিকার কাউন্সিল অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়নের জন্য

সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে আশ্বাস মিলেছে কিন্তু আজও বাস্তবায়ন হয়নি।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের রাজনৈতিক কাঠামো থেকে নারীকে বাদ দিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালুসহ জাতীয় জীবনের কোনো উন্নয়নই সম্ভব নয়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার সকল স্তরে নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। মহিলা পরিষদের পাঁচ দশকের নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মাধ্যমে এ অভিজ্ঞতা থেকে জাতীয় সংসদ থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকারের সকল স্তরে নারীর উপস্থিতি ও কার্যকর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত এক-তৃতীয়াংশ আসনে নারীর সরাসরি নির্বাচনের জন্য মহিলা পরিষদ ও অন্যান্য নারী সংগঠনগুলো যৌক্তিক কারণেই দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু সরকার নারীসমাজের তিন দশকের এ দাবিকে উপেক্ষা করে আগামী পঁচিশ বছরের জন্য সরাসরি নির্বাচনের বিধান না রেখে মনোনয়নের মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসন বহাল রাখার অনুমোদন দিয়েছে। নারীসমাজের প্রাণের দাবি উপেক্ষা করে মনোনয়নের মাধ্যমে সংসদে নারী আসন বহাল রাখায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অনেকটাই বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এ বাস্তবতার নিরিখে মহিলা পরিষদ ও অন্যান্য নারী সংগঠনগুলো আবারও নতুন করে আন্দোলন শুরু করেছে। সংবাদ সম্মেলন ও সমাবেশ, মানববন্ধন, অ্যাডভোকেসি লবি, রাজনৈতিক দল, ক্ষমতাসীন দলের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়সহ আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে।

গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর ও শক্তিশালী করার বিষয়টি মহিলা পরিষদ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছে, সেইসাথে স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ জরুরি। দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ সালে প্রথম ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত নারী আসন ও সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হয় এবং ব্যাপক সংখ্যক নারী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। পরে ক্রমান্বয়ে স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে সংরক্ষিত নারী আসন চালু হয় এবং নারীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে আসে। কিন্তু কাজের সুষ্ঠু পরিবেশের অভাবে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা যথাযথ ভূমিকা রেখে জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত হয়। মহিলা পরিষদ উদ্ভূত পরিস্থিতির অবসানকল্পে সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি লবি করে যাচ্ছে।

মহিলা পরিষদ ও অন্যান্য নারী সংগঠনগুলো দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে ২০০৯ সাল থেকে সরকার জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করছে। ২০২০ সাল থেকে মহিলা পরিষদ ও সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এর যৌথ উদ্যোগে জেন্ডার বাজেট মনিটরিং কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যা এখনো চলমান।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সুবর্ণজয়ন্তী হাত ধরাধরি করে উদ্‌যাপিত হলেও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ অনেক। নারী অধিকার মানবাধিকার, নারী নির্যাতন মানবাধিকার লঙ্ঘন– স্লোগানটি সামনে রেখে দীর্ঘ অর্ধশতক কালের আন্দোলনের পরেও সমাজে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বহুমাত্রিকভাবে চলছে নারীর উপর পাশবিক নির্যাতন, বাল্যবিবাহের অভিশাপ, সকল ক্ষেত্রে নারীর জীবনের নিরাপত্তাহীনতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ঘরে-বাইরে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোথাও নারী নিরাপদ নয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সর্বদাই নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলনে prevent, protect , rescue – এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। নারী নির্যাতন বিরোধী সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নানাবিধ কর্মসূচি নিয়ে সংগঠন দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে আসছে। নতুন আইন প্রণয়ন করছে, পুরোনো ত্রুটিপূর্ণ আইনগুলো যুগোপযোগী করার জন্য আইন বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে আইন সংস্কার করছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আন্দোলনকে সমাজের সকল স্তরের মানুষের আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মহিলা পরিষদ নানামুখী কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আন্দোলনকে সমাজের সকল স্তরের আন্দোলন হিসেব গড়ে তোলার জন্য সমাজ মানস পরিবর্তনের জন্য মহিলা পরিষদ দীর্ঘ সময় ধরে ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে নির্যাতিত নারী নিজেও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে, থানায় গিয়ে মামলা করছে, বাল্যবিবাহ বন্ধে সে নিজেই উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে নিজের বাল্যবিবাহ বন্ধ করছে। আজকে সমাজে ধর্ষণ একটি মানবতা বিরোধী আপরাধ হিসেবে গণ্য হচ্ছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনায় বহুমূখী কার্যক্রম গ্রহণ যেমন—সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে মতবিনিময়, অ্যাডভোকেসি লবি, লিফলেট, পোস্টার প্রকাশ ও বিলি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মতবিনিময় সভা ইত্যাদির মাধ্যমে নারী নির্যাতন বিরোধী সংস্কৃতি তৈরি করার ক্ষেত্রে মহিলা পরিষদ ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রদানকৃত রায়ের আলোকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নারী নির্যাতন বিরোধী অভিযোগ কমিটি গঠনে মহিলা পরিষদ ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

নারীর জন্য দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর অর্জনগুলো সরকার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল কাঠামোতে কার্যকর, বলবৎ রাখা ও অগ্রসর করার জন্য সংগঠন সকল পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছে। দেশে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অভাব, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, জঙ্গীবাদের উত্থান, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও গুম, পর্ণোগ্রাফি, সাইবার ক্রাইম, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, সড়ক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার অভাব ও সমাজের সকল ধরণের বিশৃঙ্খল অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য মহিলা পরিষদ সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক, সমতাপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মহিলা পরিষদ অর্জন করেছে সকল স্তরের মানুষের আস্থা, সেইসাথে সংগঠনের প্রতি মানুষের প্রত্যাশাও বেড়েছে—যা রক্ষার্থে সংগঠন প্রতিনিয়ত যুগোপযোগী সৃজনশীল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সামনে এগিয়ে চলেছে।

একটি স্বেচ্ছাসেবী নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত সংগঠনের অর্ধশতাব্দীকালের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় অর্জন অনেক। সেইসাথে রয়েছে চ্যালেঞ্জও। সফলতার যে উজ্জ্বল দিকগুলো আমরা অর্জন করেছি সংগঠনের স্রোতধারায় তা দিয়েছে বেগ, তৈরি করেছে নতুন কর্মোদ্যম। তাকে মূলধন করে সংগঠন চ্যালেঞ্জগুলো সফলতার সঙ্গে মোকাবিলা করে সামনে অগ্রসর হবে, গড়ে তুলবে নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

উপদেষ্টামণ্ডলী

সেলিনা খালেক
ড. রওশন জাহান
নূরজাহান বোস
জওশন আরা রহমান

কেন্দ্রীয় কমিটি

সভাপতি

ডা. ফওজিয়া মোসলেম

সহসভাপতিবৃন্দ

ডা. মাখদুমা নার্গিস
হাসনা বানু
এডলিন মালাকার
নাহার আহমেদ
সৈয়দা শামসে আরা হোসেন
ডা. নাজমুন নাহার
রেখা চৌধুরী
ডা. রওশন আরা বেগম
আঞ্জুমান আরা আকসির
লক্ষ্মী চক্রবর্তী
ফেরদৌস মাহমুদা আরা হেলেন
নূরজাহান বেগম
হান্নানা বেগম

সম্পাদকমণ্ডলী

সাধারণ সম্পাদক
মালেকা বানু

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
সীমা মোসলেম

সহসাধারণ সম্পাদক
অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম

সম্পাদকবৃন্দ
অর্থ সম্পাদক : দিল আফরোজ বেগম
সংগঠন সম্পাদক : উম্মে সালমা বেগম
আন্দোলন সম্পাদক : রেখা চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত)
প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক : রীনা আহমেদ
লিগ্যাল এইড সম্পাদক : শাহানা কবির
রোকেয়া সদন সম্পাদক : নাসরিন মনসুর
প্রচার ও গণমাধ্যম সম্পাদক : রীনা আহমেদ (ভারপ্রাপ্ত)
প্রকাশনা সম্পাদক : সারাবান তহুরা
আন্তর্জাতিক সম্পাদক : রেখা সাহা
শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক : খুরশীদা ইমাম (ভারপ্রাপ্ত)
সমাজকল্যাণ সম্পাদক : রাবেয়া বেগম শান্তি
পরিবেশ সম্পাদক : পারভীন ইসলাম
স্বাস্থ্য সম্পাদক : ডা. সামিনা চৌধুরী
তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক : দিল আফরোজ বেগম (আহ্বায়ক)

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ

রীনা হেলাল [ঢাকা]
মাহতাবুন নেসা [ঢাকা মহানগর]
রেহানা ইউনুস [ঢাকা মহানগর]
আনোয়ারা বেগম [টঙ্গী]
জয়ন্তী রায় [ঢাকা]
হুমায়রা খাতুন [ঢাকা]
ডা. দীপা ইসলাম [ঢাকা]
ড. আইননু নাহার [ঢাকা]
ড. শরমিন্দ নিলোর্মী [ঢাকা]
মঞ্জু ধর [ঢাকা]
খুরশীদা ইমাম [ঢাকা]
পুষ্প চক্রবর্তী [বরিশাল]
হাবিবা শেফা [যশোর]
দেবাহুতি চক্রবর্তী [রাজবাড়ি]
রাশেদা খালেক [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]
সুরাইয়া শরীফ [যশোর]
রাশিদা আক্তার [নারায়ণগঞ্জ]
মাহবুবা কানিজ কেয়া [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]
কানিজ রহমান [দিনাজপুর]
মারুফা বেগম [দিনাজপুর]
গৌরী ভট্টাচার্য [সুনামগঞ্জ]
রেহানা সিদ্দিকী [নেত্রকোণা]
কণিকা বড়ুয়া [রাঙামাটি]
শিপ্রা রায় [ফরিদপুর]
খাদিজা বেগম মণি [ফরিদপুর]
সুনন্দা সমাদ্দার [কাউখালী]
হাসিনা পারভীন [নারায়ণগঞ্জ]
হোসনে আরা রুবী [কুমারখালী]
শ্যামা বসাক [নাটোর]
রওশন আরা চৌধুরী [কুড়িগ্রাম]
লতিফা কবীর [চট্টগ্রাম]
মনিরা বেগম অনু [ময়মনসিংহ]
কল্পনা রায় [রাজশাহী]
মীরা চৌধুরী [স্বরূপকাঠি]
নাজমা আক্তার [বরগুনা]
অ্যাড. নাছিমা ইসলাম [মুন্সীগঞ্জ]
সুরাইয়া সালাম [মধুখালী]
খালেদা বেগম সীমা [টাঙ্গাইল]
বিজলী রেজা [নাটোর]
নূরজাহান বেগম [নওগাঁ]
লিপিকা দত্ত [মাগুরা]
মারহামাতুন নেসা [রংপুর]
রিক্তু প্রসাদ [গাইবান্ধা]
জয়শ্রী সাহা [নরসিংদী]
নূরজাহান [টঙ্গী]
কামরুন্নাহার জলি [পাবনা]
শরিফা আশরাফী [সুনামগঞ্জ]
তাহজা খানম [নেত্রকোণা]
নাসিমা আহমেদ [সাভার]
জয়শ্রী দাস [শেরপুর]

ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন–২০২১

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
তারিখ: ৩০–৩১ ডিসেম্বর ২০২১
স্থান: ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, রমনা, ঢাকা

সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি

মূল কমিটি

চেয়ারপার্সন
ডা. ফওজিয়া মোসলেম

যুগ্ম আহ্বায়ক
ক. উম্মে সালমা বেগম
খ. রীনা আহমেদ

সদস্য
ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না
অধ্যাপক ডা. নাজমুন নাহার
অধ্যাপক ডা. রওশন আরা বেগম
লক্ষ্মী চক্রবর্তী
সৈয়দা শামসে আরা হোসেন
রেখা চৌধুরী
অধ্যাপক হান্নানা বেগম
আঞ্জুমান আরা আকসির
মালেকা বানু
সীমা মোসলেম
অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম
দিল আফরোজ বেগম
সাহানা কবির
নাসরিন মনসুর
সারাবান তহুরা
রেখা সাহা
রাবেয়া বেগম শান্তি
পারভীন ইসলাম
খুরশিদা ইমাম
অধ্যাপক ডা. সামিনা চৌধুরী
মাহতাবুননেসা
রেহানা ইউনুস
মঞ্জু ধর
হুমায়রা খাতুন
ড. মারুফা বেগম (দিনাজপুর)
রুনু দাশ
অ্যাড. মাখছুদা আক্তার লাইলী
জনা গোস্বামী
কানিজ ফাতেমা টগর
শামীমা আফরোজ আইরিন
শাহেদা আক্তার পলি
সুরাইয়া বেগম (নারায়ণগঞ্জ)
ফেরদৌস জাহান রত্না
সাবিনা ইয়াসমিন ইতি
জুয়েলা জেবুন্নেসা খান
রেবা নার্গিস
রুমানা আক্তার
অ্যাড. দীপ্তি রানী সিকদার
অ্যাড. রাম লাল রাহা
লিলি আরা পারভীন অতশী
লুৎফুল হাসান
শাহজাদী শামীমা আফজালী শম্পা
গৌতম বসাক
দোলন কৃষ্ণ শীল
মো. মজিবুর হোসেন
মোছা: ফজিলা খাতুন লতা
ডা. শামীমা আফরোজ আলভী

উপকমিটিসমূহ

অভ্যর্থনা উপকমিটি

যুগ্ম আহ্বায়ক
ক. ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না
খ. রেখা চৌধুরী

সদস্য
সেলিনা খালেক
সৈয়দা শামসে আরা হোসেন
অধ্যাপক ডা. নাজমুন নাহার
অধ্যাপক হান্নানা বেগম
ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন
জনা গোস্বামী
লিলি আরা পারভীন অতশী

দপ্তর উপকমিটি

যুগ্ম আহ্বায়ক
ক. খুরশীদা ইমাম
খ. শামীমা আফরোজ আইরিন

সদস্য
সংঘমিত্রা ভট্টাচার্য
রুনু দাশ
মোছা. ফজিলা খাতুন লতা
নুসরাত জাহান দৃষ্টি
নুরুন নাহার তানিয়া
সুজাতা আফরোজ (নারায়ণগঞ্জ)

অর্থ উপকমিটি

যুগ্ম আহ্বায়ক
ক. লক্ষ্মী চক্রবর্তী
খ. দিল আফরোজ বেগম

সদস্য
ডা. মাখদুমা নার্গিস
ডা. রওশন আরা বেগম
আঞ্জুমান আরা আকসির
অধ্যাপক হান্নানা বেগম
সাহানা কবির
রাবেয়া বেগম শান্তি
রীনা হেলাল
জয়ন্তী রায়
মাহতাবুননেসা
রেহানা সিদ্দিকী
কানিজ রহমান
ডা. দীপা ইসলাম
ফেরদৌস জাহান রত্না
নীলুফার আক্তার
অ্যাড. নাসিমা আক্তার
হামিদা খাতুন
মীর মিতালী
রুমানা আক্তার

কমিশন উপকমিটি

যুগ্ম আহ্বায়ক
ক. রেহানা ইউনুস
খ. হুমায়রা খাতুন

সদস্য
দেবাহুতি চক্রবর্তী
মারুফা বেগম
মুনিরা সিরাজুল যুথী
শাহজাদী শামীমা আফজালী শম্পা
সালেহা বানু সাবা
আফরুজা আরমান
শাফকাত আলম আঁখি
কবীর হোসেন ইমন (ঢাকা মহানগর)

জমায়েত উপকমিটি

যুগ্ম আহ্বায়ক
ক. অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম
খ. কানিজ ফাতেমা টগর

সদস্য
পুষ্প চক্রবর্তী (বরিশাল)
হাবিবা শেফা (যশোর)
কানিজ রহমান (দিনাজপুর)
গৌরী ভট্টাচার্য (সুনামগঞ্জ)
খাদিজা বেগম মণি (ফরিদপুর)
সুনন্দা সমাদ্দার (কাউখালী)
হাসিনা পারভীন (নারায়ণগঞ্জ)
হোসনে আরা রুবী (কুমারখালী)
নাজরীন হক হেনা (বেলাবো)
প্রতিমা চৌধুরী (কুড়িগ্রাম)
লতিফা কবীর (চট্টগ্রাম)
মনিরা বেগম অনু (ময়মনসিংহ)
কল্পনা রায় (রাজশাহী)
মীরা চৌধুরী (স্বরূপকাঠি)
নাজমা বেগম (বরগুনা)
অ্যাড. নাসিমা আক্তার (মুন্সীগঞ্জ)
সুরাইয়া সালাম (মধুখালী)
শাহনাজ খান নার্গিস (টাঙ্গাইল)
নূরজাহান বেগম (নওগাঁ)
লিপিকা দত্ত (মাগুরা)
রিক্তু প্রসাদ (গাইবান্ধা)
নূরজাহান বেগম (টঙ্গী)
কামরুন্নাহার জলি (পাবনা)
শরিফা আশরাফী (সুনামগঞ্জ)
রাশেদা খালেক (রাজশাহী বিশ্ব.)
তাহেজা খানম (নেত্রকোণা)
নাসিমা আহমেদ (সাভার)
জেসমিন আক্তার (সাভার)
সাহানারা বেগম (নারায়ণগঞ্জ)
খালেদা ইয়াসমিন কনা (ঢাকা মহানগর)
রিপন কুমার সাহা

আহার উপকমিটি

যুগ্ম আহ্বায়ক
ক. মঞ্জু ধর
খ. শাহেদা আক্তার পলি

সদস্য
ক. মোমেনা শাহনুর
খ. অ্যাড. রাম লাল রাহা
গ. আহমেদ তৌহিদ ইবনে শাম্‌স
ঘ. মনিরুজ্জামান
ঙ. রোকেয়া বেগম

বাসস্থান উপকমিটি

যুগ্ম আহ্বায়ক
ক. নাসরিন মনসুর
খ. সুরাইয়া বেগম (নারায়ণগঞ্জ)

সদস্য
লতিফা সরকার (বুয়েট)
লুৎফুল হাসান
মো. মহসীন
মো: আলমগীর হোসেন
অশ্রু ভট্টাচার্য্য
রহিমা খাতুন জেবা
ফারজানা আক্তার

সাজসজ্জা ও সংস্কৃতি উপকমিটি

যুগ্ম আহ্বায়ক
ক. পারভীন ইসলাম
খ. ফেরদৌস জাহান রত্না

সদস্য
জয়ন্তী রায়
হোসনে আরা শিল্পী
শায়লা ইমাম কান্তা
মাহফুজা আক্তার
অ্যাড. মাকসুদা আখতার লাইলী
সাবিকুন নাহার
রনদা প্রসাদ সরকার
রুমী

স্বেচ্ছাসেবী উপকমিটি

যুগ্ম আহ্বায়ক
ক. সাবিনা ইয়াসমিন ইতি
খ. দীপ্তি রানী সিকদার

সদস্য
নুসরাত জাহান দৃষ্টি
সিননো মে মারমা (সিনো)
তাসলিমা আক্তার
পাঠচক্রের সদস্যবৃন্দ

নিরাপত্তা উপকমিটি

যুগ্ম আহ্বায়ক
ক. অ্যাড. মাকছুদা আখতার লাইলী
খ. অ্যাড. রাম লাল রাহা

সদস্য
অ্যাড. ফাতেমা খাতুন
কেন্দ্রীয় কমিটির ১ জন

প্রতিবেদন সম্পাদনা উপকমিটি

যুগ্ম আহ্বায়ক
ক. রেখা সাহা
খ. জুয়েলা জেবুন্নেসা খান

সদস্য
সারাবান তহুরা
খলিল মজিদ
গৌতম বসাক
আবু সাঈদ তুহিন

প্রকাশনা/স্মরণিকা উপকমিটি

যুগ্ম আহ্বায়ক
ক. সারাবান তহুরা
খ. রেবা নার্গিস

সদস্য
খলিল মজিদ
গৌতম বসাক
আবু সাঈদ তুহিন

প্রচার ও গণমাধ্যম উপকমিটি

যুগ্ম আহ্বায়ক
ক. অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম
খ. মুনিমা সুলতানা/ তাসকিনা ইয়াসমিন

সদস্য
কেয়া রায়
গণমাধ্যম উপপরিষদের সদস্যবৃন্দ

ঘোষণাপত্র/ গঠনতন্ত্র সংশোধনী উপকমিটি

যুগ্ম আহ্বায়ক
ক. রেখা চৌধুরী
খ. মারুফা বেগম
সদস্য
দেবাহুতি চক্রবর্তী
রুনু দাশ

তথ্য ও প্রযুক্তি উপকমিটি

যুগ্ম আহ্বায়ক
ক. দিল আফরোজ বেগম
খ. দোলন কৃষ্ণ শীল

সদস্য
মো. আলমগীর হোসেন
মো. মাঈনুদ্দীন

স্বাস্থ্য উপকমিটি

যুগ্ম আহ্বায়ক
ক. ডা. সামিনা চৌধুরী
খ. ডা. শামীমা আফরোজ আলভী

‘পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর সম-অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে’
ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন ২০২১

তারিখ: ৩০-৩১ ডিসেম্বর ২০২১, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার

স্থান: ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, রমনা, ঢাকা

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

অনুষ্ঠানসূচি

৩০ ডিসেম্বর ২০২১, বৃহস্পতিবার

রেজিস্ট্রেশন	:	৮.৩০ মি.–১০.০০ মি.
উদ্বোধন অনুষ্ঠান	:	১০:০০মি. – ১০:৩৫মি.
	:	
জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন	:	
জাতীয় সংগীত পরিবেশন	:	সঙ্গীত শিল্পী শায়লা ইমাম কান্তা, মাহফুজা রুমী, সুজানা, রেজওয়ানা, কাঁকন, রুপশ্রী, ঋদ্ধি, নম্রতা, সুইটি
ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা	:	ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
সম্মেলনের ফেস্টুনসহ বেলুন উড়ানো, শান্তির পায়রা উড়ানো	:	
সঙ্গীত পরিবেশন	:	প্রিয়াঙ্কা গোপ, সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অনুষ্ঠান পরিচালনা	:	উম্মে সালমা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
উদ্বোধনী অধিবেশন	:	**(১০:৩৫ মি. –১২:০০ মি.)**
সভাপতি	:	ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি
বিশেষ শোক প্রস্তাব	:	সীমা মোসলেম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
বিশেষ সাংগঠনিক শোক প্রস্তাব	:	সীমা মোসলেম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শোক প্রস্তাব	:	অধ্যাপক রওশন আরা বেগম, সহসভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
সকলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১মিনিট নীরবতা পালন	:	
স্বাগত বক্তব্য	:	ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য	:	মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি
মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর শুভেচ্ছা বাণী	:	রেখা চৌধুরী, সহসভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি
বিশেষ অতিথির বক্তব্য	:	১. ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম, আইন বিশেষজ্ঞ ও সিনিয়র আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ২. অধ্যাপক রেহমান সোবহান, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ৩. ক্রিস্টিন জোহানসন, ডেপুটি হেড অব মিশন/হেড অব

		ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন সেকশন, সুইডেন দূতাবাস, বাংলাদেশ ৪. রোজিনা ইসলাম, স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, প্রথম আলো
সভাপতির বক্তব্য	:	ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি
অধিবেশন সঞ্চালন	:	উম্মে সালমা বেগম, যুগ্ম আহ্বায়ক, জাতীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি ও সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
র‍্যালি	:	**১২.০০মি.– ০১.৩০মি.**
খাবার বিরতি	:	**১.৩০মি.– ২.৩০মি.**
১ম কর্ম অধিবেশন	:	**২: ৩০মি.–৩.১০ মি.**
সভাপতি	:	ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি
সাংগঠনিক শোক প্রস্তাব	:	দিল আফরোজ বেগম, অর্থ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি
কেন্দ্রীয় কমিটির কার্য বিবরণী পেশ	:	অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, সহসাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন	:	মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি
সকল উপপরিষদের সম্পাদকবৃন্দের প্রতিবেদন উপস্থাপন	:	
অর্থ সম্পাদকের প্রতিবেদন **সভাপতির বক্তব্য** **সভা সঞ্চালনা**	: : :	দিল আফরোজ বেগম, অর্থ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি রীনা আহমেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক, জাতীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি ও প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি
২য় কর্ম অধিবেশন	:	**৩.১০মি. –৬.০০মি.**
সভাপতি **কমিশনভিত্তিক আলোচনা** **১. করোনার অভিঘাত: নারী আন্দোলনের চ্যালেঞ্জ ও সংগঠন। (অর্জন, করণীয়, চ্যালেঞ্জ)** **২.নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা ও নারীর মানবাধিকার।** **৩.নারীর ক্ষমতায়ন ও সুশাসন-গণতন্ত্র, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা** **৪. জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ** **৫.নারী আন্দোলনে নেতৃত্ব ও নতুন প্রজন্ম**	: : : : :	ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি মডারেটর: ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন, সহসভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি ফেসিলিটেটর: মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি মডারেটর: অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, সহসাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি ফেসিলিটেটর: সীমা মোসলেম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি মডারেটর: ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না, সহসভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি ফেসিলিটেটর: রেখা চৌধুরী, সহসভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি মডারেটর: লক্ষী চক্রবর্তী, সহসভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি ফেসিলিটেটর: শরমিন্দ নিলোর্মী ডালিয়া, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় মডারেটর: ড. মাহবুবা কানিজ কেয়া, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি

সভা সঞ্চালনা	:	ফেসিলিটেটর:রেখা সাহা, আন্তর্জাতিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি রেহানা ইউনুস, যুগ্ম আহবায়ক, কমিশিন উপরিষদ ও সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মহানগর, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
৩১ ডিসেম্বর ২০২১, শুক্রবার (২য় কর্ম অধিবেশন)	:	**বিএমএ অডিটরিয়াম (০৯.৩০মি.–২.০০মি.)**
সুপারিশ উপস্থাপন	:	কমিশনের ৫টি গ্রুপ
কমিশনভিত্তিক আলোচনার সার সংক্ষেপে উপস্থাপন	:	সীমা মোসলেম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদ, কেন্দ্রীয় কমিটি
সভাপতি বক্তব্য সভা সঞ্চালনা	: :	ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি হুমায়রা খাতুন, যুগ্ম আহবায়ক, কমিশন উপরিষদ ও সহসভাপতি, ঢাকা মহানগর, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
৩য় কর্ম অধিবেশন/ সমাপনী অধিবেশন	:	**(১১:০০মি.–২:০০ মি.)**
সভাপতি	:	লক্ষী চক্রবর্তী, সহসভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সংশোধনী বিষয়ক আলোচনা	:	ড. মারুফা বেগম, সাধারণ সম্পাদক, দিনাজপুর জেলা শাখা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
সাধারণ প্রস্তাব পাঠ	:	পারভীন ইসলাম, পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি
নতুন কমিটির নাম প্রস্তাব	:	লক্ষী চক্রবর্তী, সহসভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি
নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ	:	
নতুন সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য	:	
নতুন সভাপতির বক্তব্য	:	
সভাপতির বক্তব্য	:	লক্ষী চক্রবর্তী, সহসভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি
সভা সঞ্চালন	:	সীমা মোসলেম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি

তথ্য চিত্রে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

২০২১ সালের তথ্যানুসারে বিভাগ অনুযায়ী সদস্য ও তৃণমূল শাখা

বিভাগের নাম	মোট সদস্য সংখ্যা	পাড়া শাখা	গ্রাম শাখা	ইউনিয়ন শাখা	উপজেলা/ থানা শাখা	মোট তৃণমূল শাখার সংখ্যা
ঢাকা বিভাগ	৪৯৭৪৩	৩১২	১৯৩	৯৭	৫৯	৬৬১
ময়মনসিংহ বিভাগ	৩৮১৮২	১০২	৭২	৫১	২৭	২৫২
সিলেট বিভাগ	১৫৬৯২	৬৩	১১২	৩৪	১৪	২২৩
চট্রগ্রাম বিভাগ	৫৪৫৭	৬০	২০	১১	১২	১০৩
খুলনা বিভাগ	১১৬৫৫	১৪৮	৯৭	৭০	২৭	৩৪২
রাজশাহী বিভাগ	৯৯১৪	১৮৪	২৫	২৭	২৮	২৬৪
রংপুর বিভাগ	৫৯১৬	৭৮	১৪	১৯	২১	১৩২
বরিশাল বিভাগ	৩০৬৯৯	১০৮	১৬৬	৫৭	২৬	৩৫৭
মোট=	১৬৭২৫৮	১০৫৫	৬৯৯	৩৬৬	২১৪	২৩৩৪

সচিত্র বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

২০১৪–২১

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ -২০১৮ তে স্লোগার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সংঠনের সভাপতি আয়শা খানম

কবি সুফিয়া কামালের ১০৪তম জন্মবার্ষিকীতে সুফিয়া কামাল স্মারকবক্তৃতায় মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ ও কেন্দ্রীয় নেত্রীবৃন্দ

পায়রা উড়িয়ে দ্বাদশ জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করছেন জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জমান ও সংঠনের সভাপতি আয়শা খানম। পাশে উপস্থিত অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ

রোকেয়া সদনের ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু

বেইজিং ঘোষণার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন

'জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন' বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্সের নবম ব্যাচের সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করছেন মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান

জাতীয় পরিষদ সভা-২০১৪ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় এবং সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করছেন সংগঠনের সভাপতি আয়শা খানম ও রাজকীয় নরওয়ে দূতাবাসের মাননীয় রাষ্ট্রদূত মিজ. মেরেতো লুনডেমো

জাতীয় পরিষদ সভা ২০১৭-এর সমাপনী অধিবেশনে তরুণী সংগঠকদের সাথে সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখছেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাখী দাশ পুরকায়স্থ। উপস্থিত আছেন অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাথে পাঠচক্রে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম

দেশের বিশিষ্ট্য কলাম লেখক ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় আলোচনারত বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানম

পেশাজীবী নারীদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম

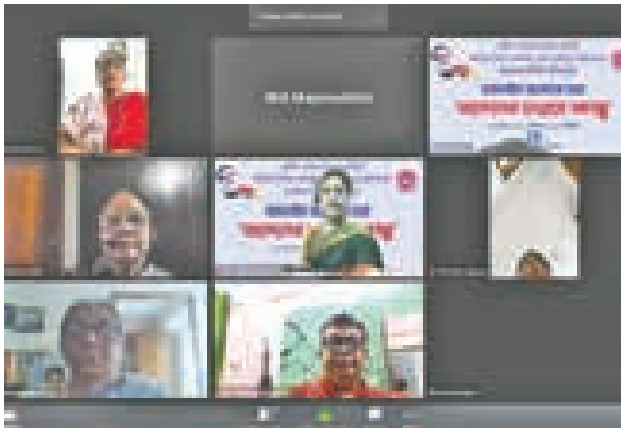

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে অনলাইন আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

আন্তঃপ্রজন্ম সংলাপে তরুণীদের সাথে মঞ্চে উপবিষ্ট সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন পক্ষ উপলক্ষে যৌন হয়রানী ও সহিংসতামুক্ত শিক্ষাঙ্গনের দাবিতে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ

অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক এবং নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক বাংলাদেশের দাবিতে প্রতিবাদী নারী গণসমাবেশে উপস্থিতির একাংশ

নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে 'বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা ও নারীর অধিকার : নতুন বিবেচনা'– শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

রোকেয়া সদনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সংগীত পরিবেশন করছে সদনের কিশোরী-তরুণীরা

যশোর জেলা সম্মেলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত র‍্যালিতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেত্রীবৃন্দ

বেলাবো সাংগঠনিক জেলা শাখায় কৃষক নারীদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জনৈক কৃষক নারী

পাবনা জেলা শাখার উদ্যোগে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সুরক্ষা সামগ্রী ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে

মধুখালি সাংগঠনিক জেলা শাখার উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন নেত্রীবৃন্দ

নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ বন্ধের দাবিতে সুনামগঞ্জ জেলা শাখার মানববন্ধন

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের
স্লোগানসমূহ

- ৭২-এর সংবিধানের অসাম্প্রদায়িক চেতনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাই
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান, আদিবাসী সকলের দেশ
- একাত্তরের চেতনা, হারিয়ে যেতে দেব না
- অসাম্প্রদায়িক চেতনা, আমাদের প্রেরণা
- মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ার
- ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ কর, করতে হবে
- নারীবিরোধী, প্রগতিবিরোধী অপশক্তিকে রুখে দাঁড়াও একসাথে
- ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার
- অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক বাংলাদেশ চাই
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সকল সহিংসতার নিরপেক্ষ তদন্ত ও সুষ্ঠু বিচার চাই
- ধর্মীয় পরিচয় নয়, সকল মানুষের মানবাধিকার ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল সমাজ চাই
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা মানবাধিকারের বিরুদ্ধে অপরাধ
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্য ধর্মবিরোধী ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রচারকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে এবং প্রচারকারীদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে
- সমাজে ঘৃণা, বিদ্ধেষ ও বৈষম্যমূলক প্রচারণা আইন করে বন্ধ করতে হবে
- ভিন্ন ধর্ম ও জাতির বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়া যাবে না
- ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বন্ধ কর
- সাম্প্রদায়িক মদতদাতাদের কঠোর হস্তে দমন কর
- ধর্ম নিয়ে রাজনীতি বন্ধ কর
- সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই
- দ্রুত বিচার করে ধর্ষকের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে
- ধর্ষণ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ
- ধর্ষণের ঘটনা আপোস করা চলবে না
- ধর্ষণের শিকার নারীকে ধর্ষকের সাথে বিয়ে দেয়া চলবে না
- ধর্ষণের শিকার নারী ও কন্যার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে
- যৌন সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুকে দোষারোপ বন্ধ কর
- তৃণমূলে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আন্দোলন জোরদার করুন, তরুণ সমাজকে যুক্ত করুন
- আসুন নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি
- আসুন ন্যায়বিচার নিশ্চিত করি, নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলি
- নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলি
- ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ
- নারীর অধিকার মানবাধিকার, নারী নির্যাতন মানবাধিকার লঙ্ঘন
- নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলি

- নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করি
- যৌন নিপীড়নকে না বলুন, ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন
- ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ–আসুন এ অপরাধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই
- নারী ও কন্যা নির্যাতন মানবাধিকার লংঘন
- মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী ও কন্যার প্রতি যৌন সহিংসতা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি
- নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলি
- নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করি
- ধর্ষণ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ–আসুন সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার প্রতি সমন্বিত সেবা প্রদান ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করি
- সার্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় চাই জেন্ডার সমতা
- ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ
- প্রজন্ম সমতা: ধর্ষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান
- সকল শ্রেণি পেশার নারীদের যুক্ত করি,অন্তর্ভূক্তিমূলক সংগঠন গড়ে তুলি
- সংগঠনকে সংহত করি: একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করি
- সম্পদ সম্পত্তিতে সমান অধিকার নারীর ক্ষমতায়ন ও স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের পূর্বশর্ত
- রাজনৈতিক দলের সকল পর্যায়ের নীতি নির্ধারণে ৩৩% নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ
- সিডও সনদের পূর্ণ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন
- বিশেষ বিধান বাতিল করে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন পাশ কর
- বাল্যবিবাহ নয়, নির্যাতনমুক্ত পরিবেশে বড় হতে চাই
- নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ কর, করতে হবে
- সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমতা, নারীর মানবাধিকারের নিশ্চয়তা
- প্রথা, ঐতিহ্য বা ধর্মের নামে নারীর প্রতি সহিংস আচরণ হতে পারে এমন কোনো বিষয়ে কোনো রাষ্ট্রই অবহেলা প্রদর্শন বা উদাসীন থাকতে পারে না'
- কোভিড-১৯ এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করি, নারী আন্দোলনকে অগ্রসর করি
- সংগঠকের গুণগতমান বৃদ্ধি করি, সংগঠনের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করি
- একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করি, শক্তিশালী নারী সংগঠন ও নারী আন্দোলন গড়ে তুলি
- সকল শ্রেণি পেশার নারীদের যুক্ত করি, অন্তর্ভুক্তিমূলক নারী আন্দোলন গড়ে তুলি
- সংগঠনকে সংহত করি: একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকবেলা করি
- একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চাই দক্ষ, আদর্শবাদী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠক
- বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫০ বছর : সংগঠন বিস্তৃত ও সংহত করে বৃহত্তর নারী আন্দোলন গড়ে তুলি
- বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫০ বছর, সমতার সংগ্রামে চলি সবাই মিলে একসাথে
- আসুন যৌন হয়রানি, ধর্ষণসহ নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলি
- Generation Equality: Stands Against Rape
- Rape and Sexual Harassment is a Crime Against Humanity
- Rape and Sexual Harassment is a Crime Against Humanity—Stand Against the Crime
- Say no to Sexual Harassment – Unite and Resist

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানে অনুদান দাতাদের তালিকা

- অঞ্জলী তালুকদার
- অধ্যাপক ডা. নাজমা আফরোজ
- অধ্যাপক ফরিদুল আলম
- আতিকুন নাহার
- আবদুল মজিদ চৌধুরী
- আমিনুজ্জামান
- এনায়েত উদ্দিন মো. কাওসার খান
- ওবায়দুল হক
- কাজল দাশ
- কামিলা কাদের
- জিনায়দা ইরফাত
- জেসামিনারা হক
- ডট লাইন বাংলাদেশ লিমিটেড (দিনাজপুর)
- ডা. অনন্দিতা আহাম্মদ
- ডা. আনিকা ইউনুস
- ডা. আবু আইয়ুব হামিদ
- ডা. ইফফাত সামসাদ
- ডা. নাজমা
- ডা. নাসিম জাহান
- ডা. মিজানুল হাসান
- ডা. শারমীন তাপসী
- ডা. শিরিন আক্তার
- ডা. সমিরণ
- ডা. সাইদা আনোয়ার
- ডা. সামিনা চৌধুরী
- তাহমিনা জেসমিন
- নার্গিস আক্তার
- নাহরিন কাইউম
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড অ্যালায়েড সায়েন্সস
- প্রফেসর কহিনুর বেগম
- প্রফেসর ডা. আনোয়ারা বেগম
- ফারজানা মির্জা
- ফিরোজা বেগম
- মালেকা বেগম
- মাসুদা সুলতানা
- মাহফুজা সুলতানা
- মাহাবুব জামান
- মাহমুদা খাতুন
- মিতা মাহবুব
- মীর মাহামুদ হাসান
- মুর্শিদা খানম শিরিন
- রাশেদা কে চৌধুরী
- শাহজাদী আক্তার
- শাহারিয়ার জামান
- শিরিন মির্জা
- শেহজাদ আরেফিন
- সাদাব হোসেন
- সানাউল হক
- সাবিলা বেগম
- সিউতি সবুর
- হুমায়ারা খান
- কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রীবৃন্দ
- জাতীয় পরিষদ সভার সদস্যবৃন্দ
- বিভিন্ন জেলা শাখা ও জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ
- মহিলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

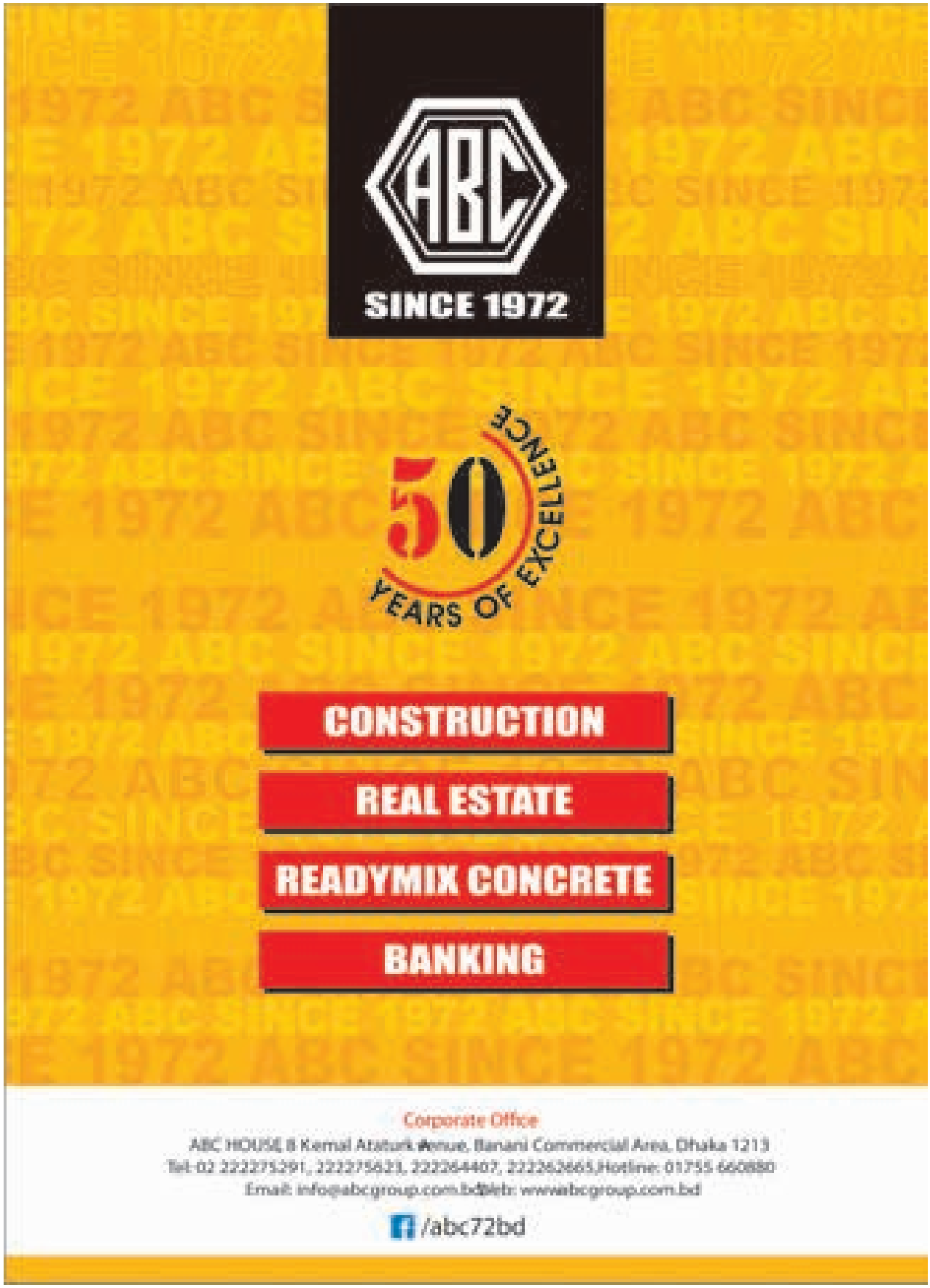

SINCE 1972
50
YEARS OF EXCELLENCE
CONSTRUCTION
REAL ESTATE
READYMIX CONCRETE
BANKING
Corporate Office
ABC HOUSE, 8 Kemal Ataturk Avenue, Banani Commercial Area, Dhaka 1213
Tel: 02 222275291, 222275623, 222264407, 222262665,Hotline: 01755 660880
Email: info@abcgroup.com.bd Web: www.abcgroup.com.bd
/abc72bd

THE LEGACY OF WINNING SPREE

Our indomitable spirit has led us to this extraordinary achievement today. With a unique blend of perseverance and solidarity, we have successfully achieved such a significant milestone.

We express our gratitude to all the valued customers and other stakeholders for their continuous support and trust placed in us.

HIGHEST CREDIT RATING
11 CONSECUTIVE YEARS
by CRISL

MOST SUSTAINABLE BANK
in Bangladesh-2021
by Dubai based
INTERNATIONAL BUSINESS MAGAZINE

BEST FOREIGN BANK
in Bangladesh-2020 & 2021
by UK based
THE GLOBAL ECONOMICS

BEST FOREIGN BANK
in Bangladesh-2019 & 2021
by UK based
GLOBAL BUSINESS OUTLOOK

Commercial Bank of Ceylon PLC

COMMERCIAL BANK

OUR INTEREST IS IN YOU

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ-এর

ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন

সফল ও সার্থক হোক

মেসার্স আরিফ এন্টারপ্রাইজ

প্রো. মো. আলা উদ্দিন

ফোন: ০১৭২৫-৫১৬৩৭১, ০১৮৭২-২৩৯০৫৮

দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

র‍্যালী
আন্তর্জাতিক নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূল দিবস ২০২১
নীট কনসার্ন লিঃ

গ্রামীণফোন
সবচেয়ে বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্কে
সব সম্ভব দেশজুড়ে
Google Play
App Store
grameenphone.com/4G
ওরা-তিন চাইনিজ

জয় বাংলা
সৃষ্টিকর্তা মহান
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এর
ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন-২০২১
এর
শুভকামনা
চিত্ত রঞ্জন দাস
কাউন্সিলর, ওয়ার্ড-৫
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

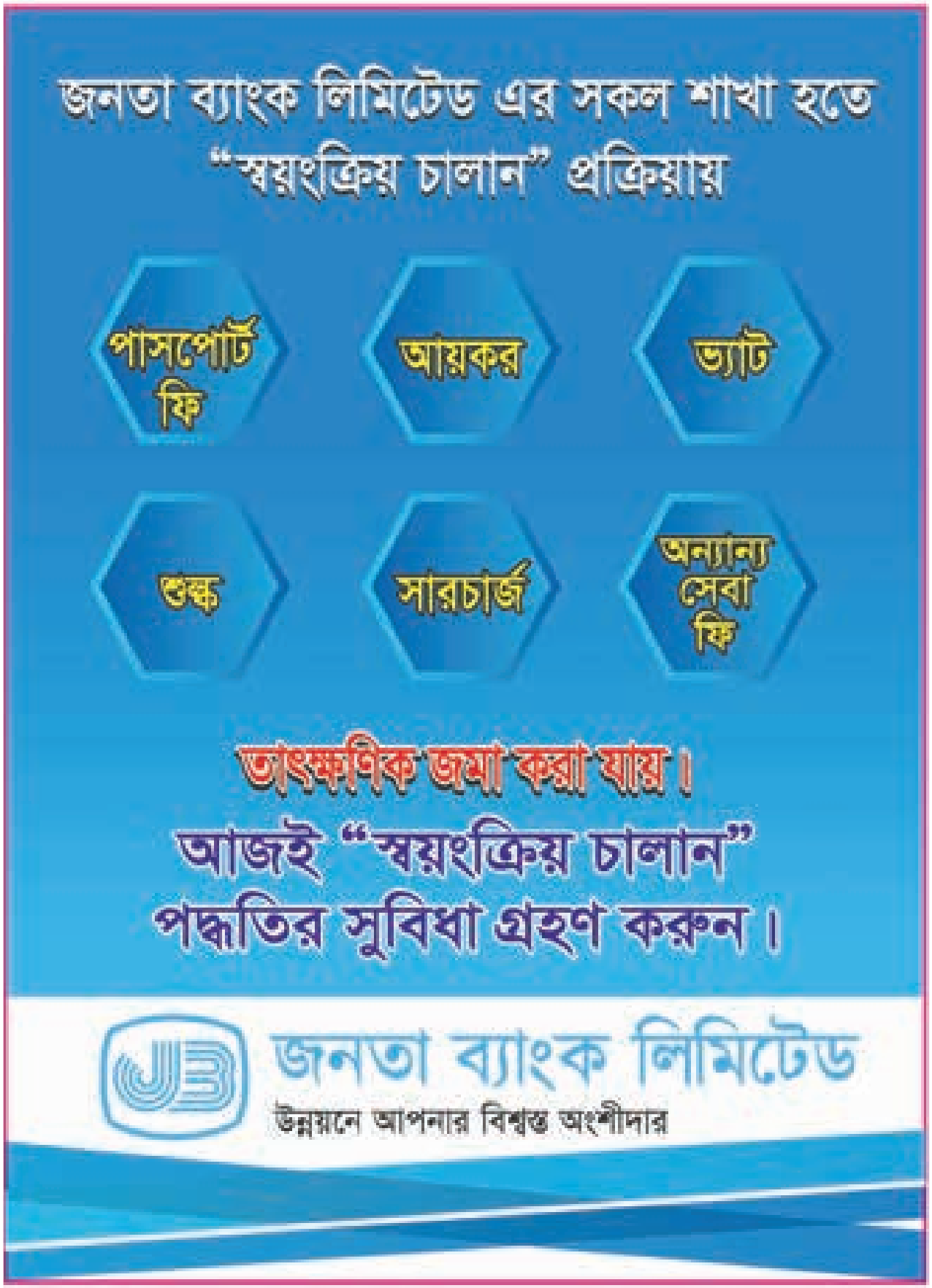
জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখা হতে
"স্বয়ংক্রিয় চালান" প্রক্রিয়ায়
পাসপোর্ট ফি
আয়কর
ভ্যাট
শুল্ক
সারচার্জ
অন্যান্য সেবা ফি
তাৎক্ষণিক জমা করা যায়।
আজই "স্বয়ংক্রিয় চালান"
পদ্ধতির সুবিধা গ্রহণ করুন।
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

বসুন্ধরা
এল. পি. গ্যাস
ছুটে চলি অবিরত...

কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়েডিজম
শিশুর মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধিতার একটি অন্যতম কারণ
আপনি জানেন কি?
এখন সুযোগ এসেছে
মনে রাখবেন
"এক ফোঁটা রক্ত দিন, আপনার শিশুকে প্রতিবন্ধিতার অভিশাপ থেকে রক্ষা করুন"
নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প
SCREENING OF CONGENITAL HYPOTHYROIDISM IN NEWBORN BABIES (PHASE-2) PROJECT
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন

সফল হউক এবং তাঁদের সাহসী নির্ভীক
পদযাত্রা অব্যাহত থাকুক

শুভ কামনায়

সোসাইটি অব্ নিউক্লিয়ার মেডিসিন বাংলাদেশ

আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে
আরো সুদৃঢ় করতে
অনন্যা™
নারীদের জন্য আকর্ষণীয় সঞ্চয়ী হিসাব
সাউথইস্ট ব্যাংক

হাইটেক স্টিল

ভূমিকম্প সহনের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করে সেরা মান

HI TECH™
StEEL & re-rolling mills ltd.

দেশ গড়ে কঠিন দৃঢ়তায়

উন্নত কাঁচামাল থেকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে প্রস্তুত হাইটেক স্টিল ভূমিকম্প সহনের ক্ষেত্রে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড সম্পন্ন ও বুয়েট পরীক্ষিত

হট লাইন:
০১৭১৩ ০০২ ৪০০

American Standard

গণপূর্ত এবং এমইএস
(মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস) এনলিস্টেড

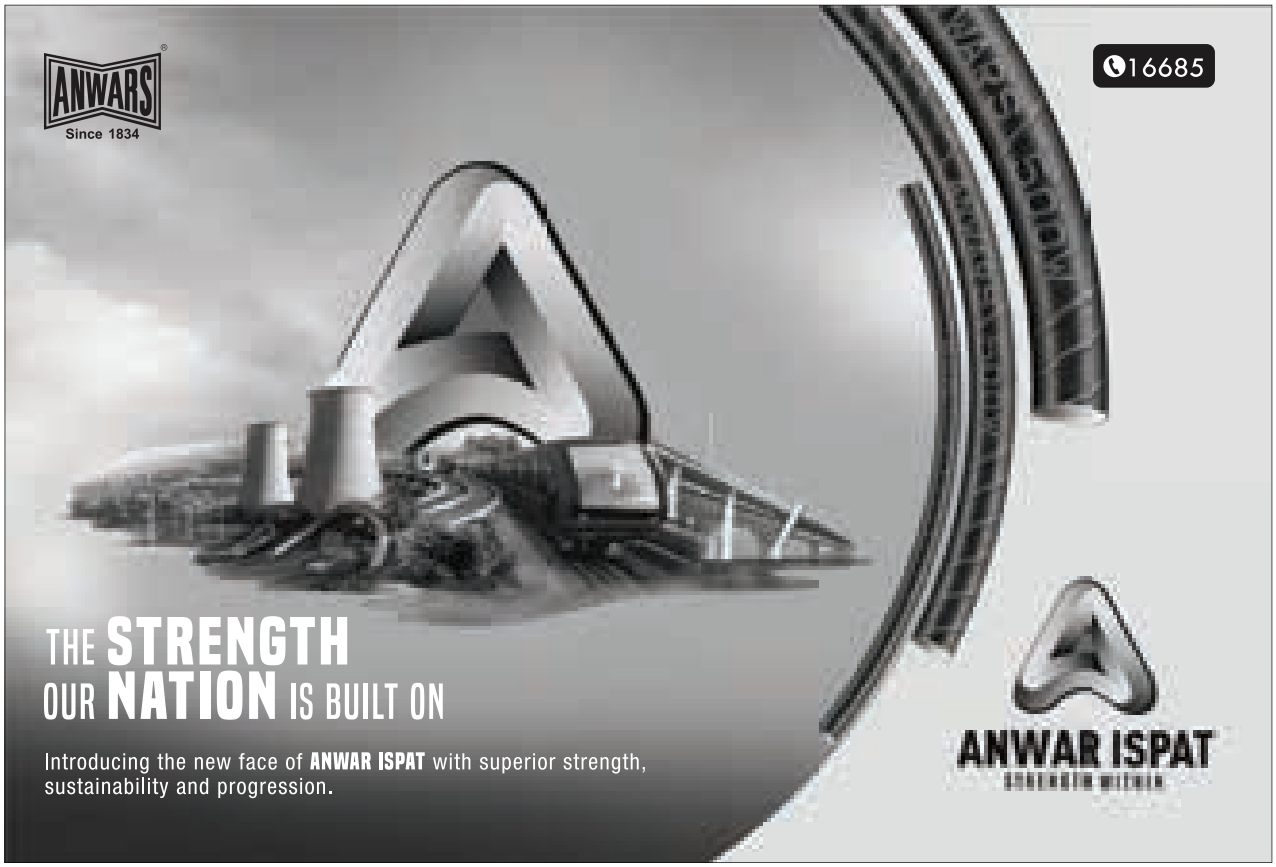
ANWARS
Since 1834
16685
THE STRENGTH
OUR NATION IS BUILT ON
Introducing the new face of ANWAR ISPAT with superior strength, sustainability and progression.
ANWAR ISPAT

DREAM HOLIDAY PARK

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ-এর
ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন ২০২১
স্কাইফ্লাওয়ার গ্রুপ এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা
হাউস #৩৭, রোড #৯, ব্লক #এল, দক্ষিণ বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯
০১৭১১-২৯৫১২৭

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

Narayanganj City Corporation

নগর ভবন, ১০, বঙ্গবন্ধু রোড, নারায়ণগঞ্জ-১৪০০, বাংলাদেশ।

www.ncc.gov.bd

স্লোগান

- নিয়মিত কর পরিশোধ করা আপনার নাগরিক দায়িত্ব।
- সময়মতো জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন করুন।
- পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।
- আপনার শিশুকে টিকা দিন।
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করুন।
- পলিথিন ব্যবহার ও বিক্রয় দণ্ডনীয় অপরাধ। পলিথিন বর্জন করুন।
- সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক চিহ্নিত/নির্ধারিত স্থান ছাড়া অন্যত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলা দণ্ডনীয় অপরাধ।
- শহরের পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখুন।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালানো দণ্ডনীয় অপরাধ।
- জাল বা ডুপ্লিকেট লাইসেন্সে রিকশা বা রিকশা ভ্যান চালানো দণ্ডনীয় অপরাধ।
- ফুটপাত দখল করা অপরাধ। ফুটপাত দখলমুক্ত রাখুন।
- যত্রতত্র পার্কিং করা দণ্ডনীয় অপরাধ। নির্দিষ্ট স্থানে পার্কিং করুন।
- মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী শহর পরিকল্পনা ও উন্নয়নে সহযোগিতা করুন।
- দুর্নীতি সমাজ দেহের ব্যাধি। আসুন সকলে মিলে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ি।
- দুর্নীতিকে না বলুন। আসুন আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দুর্নীতিকে রোধ করি।

স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ। আসুন সকলে মিলে দুর্নীতি ও মাদকমুক্ত দেশ গড়ে তুলি।

ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী
মেয়র
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

সৌজন্যে ঃ
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
ই-মেইল ঃ mayor@ncc.gov.bd
ওয়েবসাইট ঃ www.ncc.gov.bd

Hamdard
Honey
250 g
Natural
সুন্দরবন
থেকে আহরিত
হামদর্দ
মধু
রোগ প্রতিরোধ
ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
হামদর্দ
হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ

Keyboard
Acoustic Guitar
Digital Piano
Electric Guitar
Violin
AMP
TASCAM
stanton
Golden Music Company
Rupayan Golden Age.
facebook.com/GMCOBD
World Music
Bashundhara City Shopping Mall
facebook.com/worldmusicbd
BANGLADESH'S BIGGEST NEW MUSICAL SHOWROOM
Golden Music Company
RANGS FORTUNE SQUARE
DHANMONDI, DHAKA

"রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প"

অর্থায়ন: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (লিড এজেন্সি) এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রকল্প এলাকা: রংপুর বিভাগের ৮টি জেলার ৩৯টি উপজেলা
সময়কাল: ০১ জুলাই/২০১৮ হতে ৩০ জুন/২০২৩ খ্রি.

প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী:

- রংপুর বিভাগে কৃষি উৎপাদন তথা ধান, গম ও ভুট্টার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা
- রংপুর বিভাগের কমবেশী ৩০% জনগণের গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামোর সুবিধাদি সৃষ্টি
- প্রকল্প এলাকার কৃষক পরিবারের (Targeted farmers) আয় ১০% বৃদ্ধি করা

গৃহীত কার্যাবলী:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর		স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	
কৃষি মেলা	৪০টি	৫০টি সেচ উপ প্রকল্প নির্মাণ	৫০০০০ মি.
ফলদ বৃক্ষরোপণ	৫০০০০০ টি	২৭টি ডাল ওয়েল নির্মাণ	১০০০০মি.
কৃষক গ্রুপ ফরমেশন	৩০০০ টি	সড়ক বিসি ছারা উন্নয়ন	১৫০ কি. মি
প্রশিক্ষণ	৩০৬০ ব্যাচ	ব্রিজ ও ড্রেনেজ কালভার্ট নির্মাণ	৬০০ মি.
মোটিভেশনাল টুর	৬৫ ব্যাচ	বাজার উন্নয়ন	৩০ টি
কৃষি যন্ত্রপাতি	৫২০০ টি	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ও মেরামত	৩০ টি

"রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প"
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫

Rainbow

BADAL® AND COMPANY
International Freight Forwarder, Customs Broker & Transporter
BDP/ GLOBAL NETWORK

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের

ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন

সফল হোক

ডা. হামিদা মায়দার
এমডি, পিএইচডি
প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ

ক্যাপিটাল জেনারেল হসপিটাল লি.
১০৮ আর এম দাস রোড
লোহারপুল, সূত্রাপুর, ঢাকা
ফোন: ০২-৪৭১১৮৪৫৮
০২-৪৭১১৮৪৫৯, ০১৭১১৫২৭৯১৫

তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প
Enhance Production of Oil Crops (EPOC) Project
তেল ফসলের আবাদ বাড়ান, আমদানী ব্যয়ের চাপ কমান।
বাস্তবায়নে: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

SANEM launched in January 2007 in Dhaka, is a non-profit research organization registered with the Registrar of Joint Stock Companies and Firms in Bangladesh. It is also a network of economists and policy makers in South Asia with a special emphasis on economic modeling. SANEM aims to promote the production, exchange and dissemination of basic research knowledge in the areas of international trade, macro economy, poverty, labor market, environment, political economy and economic modeling. It seeks to produce objective, high quality, country- and South Asian region-specific policy and thematic research. SANEM contributes in governments' policy-making by providing research supports both at individual and organizational capacities. SANEM has maintained strong research collaboration with global, regional and local think-tanks, research and development organizations, universities and individual researchers. SANEM promotes young researchers from Economics, Business and Social Sciences to undertake independent research works on contemporary issues. SANEM has an internship program in place for fresh university graduates. SANEM arranges regular training programs on economic modeling and contemporary economic issues for both Bangladeshi and other South Asian participants.

Research

Policy Brief

Capacity Building

Events & Conferences

Advocacy

Knowledge Sharing

Networking

Lecture Series

Publication

SANEM

RESEARCH | KNOWLEDGE | DEVELOPMENT

Flat K-5, House 1/B, Road 35, Gulshan 2, Dhaka 1212, Bangladesh
+88-02-58813075
+88-01680-231473, +88-01708-523454
+88-02-222283445
sanemnet@yahoo.com
www.sanemnet.org

DataSoft® NEXT
Building a SMART Tomorrow

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের এয়োদশ জাতীয় সম্মেলনে
ডাটাসফট্ এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ।

MicroFin360
NEXT-Gen in Digital Financial Inclusion

Co-op360
Making it Easy for You

AML 360

Central Bank Reporting System

SMART ENTERPRISE

REMIT365

প্রান্তর এজেন্ট ব্যাংকিং

PAY 365

IoT
Internet of Things

Core Banking Solution

PORT & LOGISTICS

MDS
Mobile Development Services

DataSoft Systems Bangladesh Limited
Rupayan Shelford (Level 19,20), 23/6, Mirpur Road, Shyamoli, Dhaka-1207,
Bangladesh. Phone: +880-2-58151538,+880-2-58151542
www.datasoft-bd.com, Mail: info@datasoft-bd.com

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
সুফিয়া কামাল ভবন, ১০/বি/১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: +৮৮০ ২ ২২৩৩৫২৩৪৪; ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ২২৩৩৮৩৫২৯
E-mail: info@mahilaparishad.org, Web: www.mahilaparishad.org